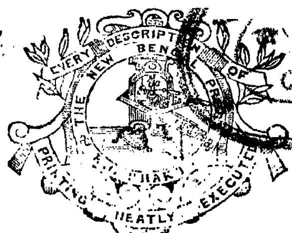
স্বপ্নধন নাটক।

শ্রীযুক্ত রামনারায়ণ তর্করত্ন
প্রণীত।

সিমুলিয়া বঙ্গ রঙ্গভূমি হইতে
প্রকাশিত।



নূতন বাঙ্গালা যন্ত্র

কলিকাতা,—সিমুলিয়া, মাণিকতলা ষ্ট্রীট নং ১৪৮।

সম্বৎ ১৯৩০।

শ্রীশারদাপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

স্বপ্নধন নাটক মুদ্রিত হইয়া প্রচারিত হইল।—সুপ্রসিদ্ধ নাট্যকার শ্রীযুক্ত পণ্ডিত রামনারায়ণ তর্করত্ন মহাশয় এইখানি রচনা করেন। বঙ্গ রঙ্গভূমিতে ইহার অভিনয় হয়, তিনি এইরূপ ইচ্ছা প্রকাশ করিলে আমরা তাঁহাকে উপযুক্ত পারিতোষিক প্রদান করিয়া এই নাটকের আদর্শ-স্বত্ব (কাপী-রাইট) গ্রহণ করিয়াছি। ইহার স্বত্ব, অধিকার ও সম্পর্ক, সকলই বঙ্গ রঙ্গভূমির,——গ্রন্থকারের সহিত কোনও সম্বন্ধ নাই। আমরা রাজব্যবস্থা অনুসারে এই স্বত্বাধিকার রেজিষ্টরি করিয়া লইলাম। বঙ্গ রঙ্গভূমে ইহার অভিনয় হইতেছে।

বঙ্গ রঙ্গভূমি সম্পাদক।

সিমুলিয়া

কার্ত্তিক,—১২৮০।

নাট্যোল্লিখিত ব্যক্তিগণ।

পুরুষ।

রাজা ... ... কেরলদেশাধিপতি।

মন্ত্রী।

মতিমান ... ... বিদর্ভদেশের রাজকুমার

যোগী।

সদাগর।

বিপ্রশর্ম্মা ... ... ভট্টাচার্য্য।

ব্রহ্মচারী ... ... ছদ্মবেশী মতিমান্।

ব্রাহ্মণ ... ... ছদ্মবেশী সদাগর।

রাজপারিষদ, পুরোহিত, বন্দী, গ্রাম্যদ্বয়, দ্বারবান ইত্যাদি।

স্ত্রী

কুসুমলতা ... ... কেরল-রাজকুমারী।

লবঙ্গলতা ... ... রাজকন্যার সহচরী।

ভোলার মা	... ...	রাজবাড়ীর দাসী
মাধবী শান্তবী	}	পরিচারিকা।
বিপ্রকন্যা	... ...	ছদ্মবেশী মতিমান্

মধুকরী, বিষধরী, বেত্রবতী, চূতলতা, তরুলতা,
বিনতা, বিশাখা প্রভৃতি।



স্বপ্নধন

প্রথমাঙ্ক।

নিবিড় অরণ্যমধ্যে বটবৃক্ষের তলা।

(এক জন পথিক শয়ান।)

নেপথ্যে সঙ্গীত।

জয় জগদীশ পরেশ পরাৎপর
শমন দমন মদনারে।
জটাজূট পুট বদ্ধ সমুদ্ধত
রয় সুরতটিনী বারে॥
ভূতি বিভূষিত, ভোগি-বিরাজিত,
দুস্তর ভব সংসারে।
ভক্ত জনাশ্রয় দীন দয়াময়
কুরু করুণাং ত্রিপুরারে॥

(যোগীর প্রবেশ)

যোগী। (দেখিয়া স্বগত) এই যে রাত্রি শেষ হয়ে এলো,—গগনে তারকাগুলি পরিশুষ্ক কুসুমের ন্যায় কান্তি বিহীন হয়ে আস্‌চে,—পূর্ব্বদিঙ্মুখ ঈষৎ পাণ্ডুবর্ণ, তবে ব্রাহ্ম মুহূর্ত্তই যে প্রায় উপস্থিত ; স্নানে যাই, আর বিলম্ব কি ? (দ্বিত্রিপদ গমনপূর্ব্বক সম্মুখে দেখিয়া কিঞ্চিৎ ত্রস্তভাবে দণ্ডায়মান) ও কি ? অঁ্যা ? ওটা কি ? কোন শ্বাপদ জন্তু নাকি ?—হবে,—আটক কি ? তা হলোই বা, মনে হিংসাবৃত্তি না থাক্‌লে হিংস্রক জন্তুও প্রতিহিংসা করে না, সুতরাং আমার ওতে আশঙ্কা কি ? আমাকে কিছুই বল্‌বে না। (পুনর্দর্শন করিয়া) না, জন্তু কেন, দেখা যাচ্চে বস্ত্রাবৃত শরীর না ? কে এখানে শয়ন করে আছে দেখি দেখি। (অগ্রে গিয়া প্রকাশে) কে ও ? ওহে ! কে তুমি এখানে শয়ন করে আছ ?—কৈ, উত্তর দেয় না যে ; মৃত শরীর নাকি ? না, নড়্‌চে ঐ যে। (উচ্চৈঃস্বরে) কেহে তুমি ? ডাকৃছি, উত্তর দেও না কেন ?

মতি। (পূর্ব্বার্দ্ধে উঠিয়া) আমি এক জন পথিক। (দেখিয়া) মহর্ষি ! প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

যোগী। অভিলাষ পূর্ণ হোক।

মতি। আপনকার আশীর্ব্বাদ আমি বরস্বরূপেই শিরোধার্য্য কোল্লেম।

যোগী। হাঁ, তা করো, আমিও ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, তোমার মনোভিলষিত সম্পূর্ণরূপেই সিদ্ধ হোক। তা তুমি কে?

মতি। আমি এক জন পথিক।

যোগী। পথিক? এখানে এসেছ কেন? এ তো পথ নয়, এ অতি ভয়ানক অরণ্য, অনেক হিংস্র জন্তুর আবাস, এমন ভয়ঙ্কর স্থানে শয়ন করে ছিলে? যা হোক, ধর্ম্মে ধর্ম্মে জীবন রক্ষা হয়েছে, এই যথেষ্ট, এখন রাত্রি আর নাই, এস্থানে আর থেকো না।

মতি। মহর্ষি! আমি এ পল্লবশয্যা আর পরিত্যাগ কর্‌বো না। এস্থানে এক অমূল্য রত্ন হারিয়েছি, পেলেম না, সুতরাং মরণই আমার শরণ।

যোগী। সে কি? এমন রত্ন এখানে কি হারালে যে তার নিমিত্ত আত্মঘাতী হতে উদ্যত হয়েছ? হুঁঃ! কোন কোন মূর্খের এইরূপ মনোবৃত্তিই বটে! সামান্য বস্তুকে অসামান্য বোধ করে তার নিমিত্ত আত্মহত্যা মহাপাপে লিপ্ত হয়! এটা বিবেচনা করে না যে, আত্মা অপেক্ষা প্রিয় জগতে কিছুই নাই। তা যে যা হোক, তুমি কে? কোন্

দেশে নিবাস? কি নিমিত্ত এখানে এসেছ? কোথায় রত্ন হারালে? বিশেষ করে সকল বৃত্তান্ত বল দেখি শুনি।

মতি। আজ্ঞে বলি, আমার নাম মতিমান্, আমি বিদর্ভদেশের রাজপুত্র।

যোগী। রাজপুত্র? তবে একাকী যান বাহন নাই, কিছু নাই, এ দুর্গম বনমধ্যে কি করে এসেছ? আর কেনই বা এসেছ?

মতি। মৃগয়া করতে এসেছিলেম।

যোগী। বটে! তবে সৈন্য সামন্ত কেউ সঙ্গে নাই কেন?

মতি। মহর্ষি! আমি বড় বিপদে পড়েছি, বলি শুনুন। সৈন্য সামন্ত সকলি শিবিরে আছে, আমি স্বেচ্ছাপূর্ব্বক একাই অশ্বারূঢ় হয়ে বন ভ্রমণ কচ্ছিলেম, কাল্ বেলা দ্বিপ্রহরের সময় হঠাৎ একটী চিত্রাঙ্গ হরিণ আমার নয়নপথে পড়্লো। পড়্লে, আমি সেই হরিণের পশ্চাৎ ধাবিত হলেম।

যোগী। তা তো হবেই, যারা অজিতেন্দ্রিয়, তাদের মন ইন্দ্রিয়েরই পশ্চাৎ অনুসরণ করে, তারাও আবার মনের একান্ত বশীভূত। এতেই তাদের পরিণামে বিপদ ঘটে।

মতি। আজ্ঞে, আমারি তাই ঘটেছে।

যোগী। কি হয়েছে বলো দেখি।

মতি। আজ্ঞে বলি। তার পর হরিণটী দ্রুতবেগে পলায়ন কর্‌তে লাগ্‌লো, আমি অশ্বে অনবরত কষাঘাত কর্‌তে লাগ্‌লেম, অশ্বও বায়ুবেগে দৌড়িতে লাগ্‌লো, কিন্তু হরিণটীকে কিছুতেই ধর্‌তে পার্‌লেম না; এই ধরি ধরি, আবার পরক্ষণেই অদৃশ্য হয়ে পড়ে; কখনো অতি দূরে, কখনো বা নিতান্ত নিকটে, কখনো পার্শ্বে, কখনো বা পশ্চাদ্ভাগে সেই চিত্রাঙ্গ হরিণ বিচিত্র গমনে যেন খেলা করে বেড়াতে লাগ্‌লো। কয়েক বার তার প্রতি অস্ত্র ক্ষেপও করা গেল, কিন্তু অস্ত্র লক্ষ্য স্থলে না পৌঁছিতে পৌঁছিতেই হরিণ অতি দূরে দৃষ্ট হয়; আমিও আবার অশ্বে কষাঘাত করি, এইরূপে ক্রমেই এই মহারণ্যমধ্যে এসে পড়্‌লেম।

যোগী। হবেই তো, সেই জন্যেই শাস্ত্রকারেরা মৃগয়াকে ব্যসন কহেন; লোকে মৃগয়াতে আসক্ত হলে এইরূপ দুর্গতিই ঘটে থাকে।

মতি। সে যথার্থ কথা, আমি ঐ কার্য্যে এমনি আসক্ত হয়েছিলেম, কোথা যাই, কি করে আবার ফিরে আস্‌বো, কিছুরই উদ্বোধ নাই! এমন কি, আকাশ অত্যন্ত মেঘাচ্ছন্ন হয়ে এসেছে, তাও অনুভব হলো না।

যোগী। তার পর?

মতি। তার পর আমার আশাচ্ছেদ করে মৃগ একেবারেই অদৃশ্য হয়ে পড়্‌লো,—আর কেবল মৃগই কেন, মেঘে এমনি অন্ধকার করে নিয়ে এলো, অরণ্যমধ্যে সকল বস্তুই অদৃশ্য হলো; আর কিছুই দেখা যায় না; আমিও সেই সময় আবার দিগ্‌ভ্রান্ত হয়ে পড়্‌লেম।

যোগী। কাল্ সন্ধ্যার পূর্ব্বে অত্যন্ত মেঘাগম হয়েছিল বটে; ঝড়বৃষ্টিও বিলক্ষণ হয়ে গেছে, সে সময় কোথা ছিলে?

মতি। একটা বৃহৎ বৃক্ষতলায়। ঝড়বৃষ্টি কিন্তু অধিক ক্ষণ ছিল না, মেঘান্ধকারটা বিলক্ষণ থাক্‌লো। আমি ভাব্‌চি কোথা যাই, এ দিকে উন্মত্তের চৈতন্যের ন্যায় সূর্য্যও আর অধিক কাল থাক্‌লেন না, দরিদ্রের অভিলাষের মত অমনি অস্তে গেলেন। বোধ হলো, সেই মেঘান্ধকারের সাহায্য কর্‌তেই রাত্রি এসে উপস্থিত হলো। মহর্ষি! এমন অন্ধকার দেখি নাই! যেন কজ্জলরাশিতেই জগৎ মার্জ্জন কর্‌লে, ভূতল যেন পাতালেই প্রবিষ্ট হলো, গগনের নীলিমাই যেন এসে বনরাজি লিপ্ত কর্‌লে, অসজ্জনের উপাসনার ন্যায় নয়ন নিতান্ত নিষ্ফল হয়ে পড়্‌লো, খলের অন্তঃকরণ যেমন দুর্গম, অরণ্য-ভূভাগও তাই হলো। সেখানে থেকে কি করি, সেই অন্ধকারেই

বেরুলেম; কিন্তু যে দিকেই অশ্ব চালাই, আরো ভয়ানক অরণ্য বোধ হয়; সুতরাং গমনে ক্লান্ত হয়ে অশ্ব থেকে নামলেম্; অশ্বটীকে একটী বৃক্ষে বেঁধে আপনি সেই বৃক্ষে উঠ্‌লেম, বলি কোন রূপে জীবন রক্ষা করি। এমন সময় একটা বিকটাকার শব্দ হলো; বুঝ্‌লেম, কোন ভয়ানক হিংস্র জন্তু এসে আমার অশ্বটীকে লয়ে গেল! বৃক্ষে রাত্রি যাপন কর্‌বো, তাও ঘট্‌লো না, সেই বৃক্ষে ভালূকের কণ্ঠধ্বনি শুন্‌তে পেলেম, সুতরাং নাম্‌তে হলো।

যোগী। (সবিস্ময়ে) রাজপুত্র! তোমার বিপদের কথা শুনে মন যেমন ব্যাকুল হচ্চে, সাহসের কথাতেও তেমনি সন্তোষ জন্মাচ্চে। বেশ, বড় আহ্লাদের বিষয়। এমন না হলে কি পুরুষ। তা অস্ত্র হাতে ছিল?

মতি। আজ্ঞে, সেই সাহসের কারণ। তা অস্ত্র থেকেই বা কি হবে? নয়নাস্ত্র না থাকায় ওতে ভরসা কি? মহর্ষি! আমার জ্ঞানোদয় হওয়া অবধি কখন ভয় পাই নাই, কিন্তু সেই সময় ভয় এসে অন্তঃকরণে একাধিপত্য কর্‌তে লাগ্‌লো। তখন তৃণগাছটী নড়্‌লেও শরীর লোমাঞ্চিত হয়েছিল। ভাব্‌লেম, আর নিস্তার নাই, মৃত্যুই অবধারণ কর্‌লেম;—করে একটু অগ্রে এই বটবৃক্ষতলে এসে পল্লবে শয্যা প্রস্তুত করে অমনি শয়ন কর্‌লেম।

যোগী। তা কৈ, রত্ন হারালে বল্‌ছিলে না?

মতি। আজ্ঞে বলি, শয়ন কর্‌লেম, কিন্তু ভারি অসুখ বোধ হতে লাগ্‌লো, উচু নীচু স্থানে পল্লবের শয্যা গায়ে ফুট্‌তে লাগ্‌লো, মশারও বিলক্ষণ দৌরাত্ম্য; নিদ্রা হবে, এমন সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু অতিশয় পরিশ্রমে ক্ষণকাল মধ্যেই নিদ্রা এসে উপস্থিত হলো। নিদ্রা,—গাঢ় নিদ্রা।—বহুক্ষণ পরে তখনও নিদ্রা নয়নে আছে, চৈতন্য হয় নাই, হঠাৎ অনুভব হলো যেন আমি কোন অপূর্ব্ব স্থানে উত্তম শয্যায় শয়ন করে আছি, শরীরে অত্যন্ত সুখস্পর্শ হলো, চক্ষুরুন্মীলন করে দেখ্‌লেম, অট্টালিকা পুরী, চতুর্দ্দিকে আলোকমালা, সুগন্ধ দ্রব্যের আঘ্রাণে মন প্রফুল্ল হয়ে উঠ্‌লো। এ কি! কোথায় এলেম! ভাব্‌চি আর চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ কচ্চি। বোধ হলো সেটী সঙ্গীতশালা, সঙ্গীতযন্ত্র অনেকগুলি দেখ্‌লেম, কয়েকটী রমণী নিদ্রা যাচ্চে, পরে আমার বামদিকে দেখি, একটী কনকলতার ন্যায় কমনীয় কন্যা শয়ন করে নিদ্রিত আছে, প্রভু! এমন রূপ কখন দেখি নাই! হঠাৎ মনে উদয় হলো, এ কি নির্ম্মল শশাঙ্করেখা?—অথবা বিদ্যুল্লতা? কে এ? ঐ কন্যাটীর ললাটে চিবুকে ঘর্ম্মবিন্দুগুলি মুখমণ্ডলে কি আশ্চর্য্য শোভাই করেছে! বোধ হলো দেবকন্যাই হবে।

যোগী। না, দেবকন্যা নয়, দেবতাদিগের ঘর্ম্ম হয় না, নিদ্রাও নাই।

মতি। না, নিদ্রাই যে, এমন নিশ্চয় বোধ হলো না। সে যাই হৌক, নিদ্রাই হৌক, লজ্জাই হৌক, ভয়ই হৌক, আর বিস্ময়ই হৌক, কে যেন তাঁর শরীর সঙ্কোচ করে রেখেছে; শরীরটী যেন লোমাঞ্চিত; কেন, তা বিশেষ বল্‌তে পারি না। আমি তাঁর সেই অসামান্য রূপরাশি আর অপূর্ব্ব ভাব সন্দর্শন করে কত ভাব্‌তে লাগ্‌লেন, কতই মনে হতে লাগ্‌লো, আপনার নিকটে আর সে সব কথার প্রয়োজন নাই; পরে যা হলো, তাই বলি। আমার দুরদৃষ্টক্রমেই হৌক, আর বিধাতার বিড়ম্বনাতেই হৌক, ঐ ভাব্‌তে ভাব্‌তে আমার নিদ্রা এসে উপস্থিত হলো। আবার পূর্ব্ববৎ গাঢ় নিদ্রা। সেই নিদ্রা ভঙ্গ হলে পুনর্ব্বার দেখি, সেই এই বটবৃক্ষতলা, এই সেই অরণ্যভূমি, সেই এই পল্লবশয্যা, সে সকলি অবিকল রয়েছে, সব্‌ই অবিকল সত্য, কিন্তু মহর্ষি! তদবধি কেবল আমিই যেন আমি নই, যেন সাগরসিঞ্চিত মহামূল্য রত্ন কোথায় হারিয়েছি, যেন প্রাণ ধারণের সমুদয় প্রয়োজন বিসর্জ্জন দিয়েছি, শরীরে যেন কোন মহাপাতক স্পর্শ করেছে, কারু নিকটে যেন কত অপরাধী হয়েছি, কি হয়েছে, অন্তঃকরণ কেমন কচ্চে,

কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্ছিনে। কেন এমন স্বপ্ন হলো! সে যাই হৌক, লজ্জা খেয়ে আপনার কাছে আর অধিক কি বল্‌বো, সেই অনুপম রূপরাশিই বলুন্‌, আমার চপল মনই বলুন্‌, দুষ্ট মদনই বলুন্‌, দুর্দ্ধর্ষ নবযৌবনই বলুন, কে যেন আমাকে তদবধি পরাধীন করেছে।

যোগী। অদৃষ্টে অমন ঘটেও থাকে, নলরাজা দময়ন্তীকে ঐরূপে স্বপ্নে দেখেছিলেন।

মতি। (সানুনয়ে) আজ্ঞে, নল তো সেই দময়ন্তীকে পেয়েছিলেন, তা আমার অদৃষ্টে কি তা ঘট্‌বে?

যোগী। অসম্ভাবনা কি?

মতি। সে লাভালাভ দূরে থাক, ঐ কন্যার যদি পরিচয় পাই, কি কোন্‌ দেশে আছেন, এ জান্‌তে পারি, তা হলেও আমি কৃতকার্য্য বোধে তৎপ্রাপ্তি চেষ্টায় জীবনকাল ক্ষেপণ করি; নতুবা এই পল্লবশয্যাই আমার চরম শয্যা স্থির করেছি।

যোগী। উঃ! এত দূর মনের আগ্রহ! (কিঞ্চিৎকাল চিন্তা করিয়া) ভাল, বল দেখি, সেই কন্যার কোন্‌ অঙ্গ সর্ব্বোৎকৃষ্ট?

মতি। সে সর্ব্বাঙ্গসুন্দরীর সকল অঙ্গপ্রত্যঙ্গই মনোহর।

যোগী। তবু বিশেষতঃ?

মতি। বিশেষতঃ কি? (চিন্তা করিয়া) বিশেষতঃ গণ্ডদেশই সাতিশয় মনোরম দেখ্‌লেম।

যোগী। তবে পরিচয় দিই শোন। "কেরলীনাং কপোলে" কবিরা বর্ণন করেন, কেরল দেশীয় স্ত্রীজাতির কপোলদেশে কন্দর্প বাস করেন; তাদের কপোলই অতি মনোহর, সুতরাং ও কন্যাটী কেরল দেশীয়; আর তুমি তার যেরূপ গৃহপরিচ্ছদ বর্ণন কর্‌লে, এতেই অনুভব হচ্চে, সে কেরল দেশীয় রাজকন্যাই হবে।

মতি। (সসন্তোষে উঠিয়া সবিনয়ে) মহর্ষি! প্রণাম করি।—আপনি আমার বিস্তর উপকার কর্‌লেন; যখন দেশ নির্ণয় হলো, তখন আপনার আশীর্ব্বাদে উপায়ও করে নিতে পার্‌বো।

যোগী। হাঁ, আমি আশীর্ব্বাদ কচ্চি, তোমার অভি-লাষ পূর্ণ হবে। আর এখানে থেকো না, আমিও স্নানে যাই, স্নানবেলা উপস্থিত হয়েছে।

[যোগীর প্রস্থান।

মতি। আমিও উপায় চেষ্টায় যাই।—(কিঞ্চিৎ গিয়া দেখিয়া সবিষাদে) এ কি! একটী অতিবৃদ্ধ মনুষ্যকে সিংহে আক্রমণ করেছে! ইঃ! পালাতেও পার্‌লে না গা!

আহাহাহা! কি করি!—উঃ! যা হৌক, শক্তিসত্বে উপেক্ষা করা, আর স্বহস্তে বধ করা, তুল্য পাপ;—রক্ষা কর্‌তে হলো।

[সাবষ্টম্ভে করবাল নিষ্কোষিত
করিয়া সত্বর প্রস্থান।

দ্বিতীয় অঙ্ক।

বিজয়পুর।

উদ্যানের পথ।

(গ্রাম্যদ্বয়ের প্রবেশ)

প্রথম। হাঁ, বৃত্তান্ত কি বল দেখি শুনি। সদাগর নাকি বড় বিপদে পড়েছিলেন?

দ্বিতীয়। বিপদ কেমন্! জীবন রক্ষা হয়েছে, এই যথেষ্ট।

প্রথম। হয়েছিল কি?

দ্বিতীয়। এই গত মাসে এক দিন অপরাহ্নে মেঘাগম হয়, আমাদের এখানেও একটা ঝড় উঠেছিল, সমুদ্রে নাকি ঐ ঝড় অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। সদাগরের জাহাজ ঐ ঝড়ে পড়ে।

প্রথম। (সভয়ে) তার পর ?

দ্বিতীয়। একে তো সমুদ্রের তরঙ্গ স্বভাবতই ভয়ানক, তাতে আবার প্রবল ঝড় ! উন্মত্তকে যেন মদ্যপান করাণো হলো আর কি ! সমুদ্র কি আকার ধারণ কর্‌লেন, বুঝ্‌তেই পাচ্চেন। জাহাজ অমনি কোথায় নিয়ে গে ফেল্‌লে ;—ফেলে একটা চড়ায় ঠেকিয়ে জলমগ্ন করে দিলে।

প্রথম। জাহাজ মারা পড়্‌লো ? সদাগরের জীবন রক্ষা কি করে হলো ?

দ্বিতীয়। আয়ুর্যোগ আছে কি না, একখানা বৃহৎ কাষ্ঠ জলে ভাস্‌ছিলো, তাই আশ্রয় করে জলে সারা-রাত্রিই ভেসে ছিলেন, ক্রমে প্রবাহবেগে তীরে গিয়ে লাগ্‌লেন। তখন রাত্রি শেষ হয়েছে ; তা হলে কি হবে, সদাগরের চৈতন্য ছিল না। সমুদ্রের তটে বালীর উপরে অনেকক্ষণ পড়ে থাক্‌লেন, তার পর চৈতন্য হলো,—হলে দেখ্‌লেন, নিবিড় অরণ্য, দরিদ্রের বন্ধুবান্ধবের মত কেউ কোথাও নাই, কি করেন, তীরে উঠে জীবন প্রত্যাশায় আশ্রয় অন্বেষণ করে বেড়াচ্চেন, পূর্ব্বদিকও ক্রমে ফরসা হতে লাগ্‌লো, এমন সময় বিপদের কথা শুনুন্, হঠাৎ একটা সিংহ ক্রমে তাঁকে আবার আক্রমণ কর্‌লে !

প্রথম। (শিহরিয়া) বলো কি ? উ! আবার এ কি বিপদ! কে রক্ষা কর্‌লে ?

দ্বিতীয়। জগদীশ্বর ভিন্ন রক্ষাকর্ত্তা কে আছে ? কে একজন অস্ত্রধারী পথিক, বোধ হয় সেই জগদীশ্বরেরই প্রেরিত হবেন, তিনি কোথা থেকে এসে অমনি সিংহের প্রতি অস্ত্রাঘাত কর্‌লেন। সিংহ সদাগরকে ছেড়ে দিয়ে তাঁরি উপর গে পড়্‌লো;—পড়্‌লে সেই বীরপুরুষটীর সাহস দেখুন, হাতে একখানা যে সুতীক্ষ্ণ অস্ত্র ছিল, তাই সিংহের উদরে প্রবেশ করিয়ে দিলেন, সিংহ অমনি উল্টে পড়্‌লো; তিনি তার কোলের ভিতর হতে বেরিয়ে আরো দুই তিন আঘাতে সিংহটাকে খণ্ড খণ্ড করে ফেল্‌লেন।

প্রথম। (আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া) সিংহ বধ কর্‌লে ? অ্যাঁ! কি অসাধারণ পরাক্রম! তার পর তার পর ?

দ্বিতীয়। সদাগর তখন অচৈতন্য হয়ে পড়ে ছিলেন, সেই সাহসিক পুরুষ সিংহ বধ করে নানা শুশ্রূষা দ্বারা সদাগরের জীবন রক্ষা করেছেন।

প্রথম। তার পর কি করে বাড়ীতে এলেন ?

দ্বিতীয়। তা বিশেষ শুনি নাই, সেই সাহসিক পুরুষটী যিনি প্রাণ রক্ষা করেছেন, তাঁকেও সঙ্গে করে এনেছেন।

প্রথম। তাঁকে তুমি দেখেছ? লোকটী কেমন?

দ্বিতীয়। দেখিচি, অল্প বয়স, অত্যন্ত রূপবান, যেন সাক্ষাৎ কন্দর্প। সদাগর তাঁকে প্রাণাপেক্ষা ভাল বাসেন। (দেখিয়া) ঐ যে তাঁকে সঙ্গে করে সদাগর আস্‌চেন, বাগানে বেড়াতে এসেছেন বুঝি।

প্রথম। (দেখিয়া) হাঁ, তাই তো। তবে আমি এখন গৃহে যাই, এ অপরাহ্নে আর সাক্ষাৎ কর্‌বো না।

দ্বিতীয়। হাঁ, আমিও যাই, আমার একটু কর্ম্মান্তর আছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(মতিমানের সহিত সদাগরের প্রবেশ)

সদা। মিত্র! আপনি পরিচয় দিচ্চেন না, কিন্তু দেখুন্, হীরক মণির উজ্জ্বলতা কে গোপন কর্‌তে পারে? আপনার আশ্চর্য্য দয়া, অসাধারণ ক্ষমতা, অসমসাহস, অপরিমিত বলবীর্য্য, এই যে গুণগুলি প্রকাশ হয়েছে, এতে আপনি যে মহা কুলপ্রসূত, সে পরিচয় আমি বিলক্ষণ পেয়েছি।

মতি। সে যা হৌক, আপনি আমাকে মিত্র সম্বোধন কচ্চেন, এতে আমি লজ্জিত হই।

সদা। কেন?

মতি। সমকক্ষ না হলে কেহ কাহার মিত্র হয় না।

আপনি ঐশ্বর্য্যশালী, দেশমান্য, বিশেষতঃ প্রাচীন, আমি কোনরূপেই আপনার মিত্রের যোগ্য নহি।

সদা। সে কি, সে কথা বরং আমিই বল্‌তে পারি। বয়সেই আমি বড় বটে, কার্য্যে নহি। দেখুন্, আপনি আমার প্রাণ রক্ষা করেছেন, কিন্তু আপনার কোনরূপ প্রত্যুপকার আমা হতে আজও হলো না। কোন প্রকার পারিতোষিকও আপনি গ্রহণ কর্‌লেন না, এতে আমি আপনার কাছে অত্যন্ত কুণ্ঠিত আছি।

মতি। পারিতোষিকের সময় আছে।

সদা। কি বল্‌লেন? আপনি কি আমার কাছে কখনো কিছু গ্রহণ কর্‌বেন? আমি ধর্ম্ম সাক্ষী করে বল্‌চি, আপনি আমাকে যখন যে আজ্ঞা কর্‌বেন, আমি তখনি তাই কর্‌বো; এমন কি, অধিক কথা কি, যে প্রাণ আপনি রক্ষা করেছেন, এ প্রাণ প্রদান কর্‌লে যদি আপনার কোন প্রত্যুপকার হয়, তাতেও আমি প্রস্তুত।

(কিয়দ্দূরে বিপ্রশর্ম্মার প্রবেশ)

বিপ্র। (স্বগত) সন্ধ্যা আহ্নিক এই বাগানের পুষ্করিণীতে সেরে, পরে গিয়ে সদাগরের সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্‌বো। (আগমন)

সদা। (দেখিয়া) ভট্টাচার্য্য মশাই আস্‌চেন।

মতি। উনি কে?

সদা। উনি অতি জ্ঞানী পণ্ডিত, এই দেশেই নিবাস, বহু দিন কেরল রাজ্যে ছিলেন, সম্প্রতি এসেছেন।

মতি। কেরল রাজ্যে ছিলেন, রাজার নিকটে?

সদা। হাঁ,—(বিপ্রশর্ম্মার প্রতি) আসতে আজ্ঞে হোক, আস্থন।

মতি। (স্বগত) তবে তো এঁর নিকটে অনেক সম্বাদ পেতে পারবো। হলো ভাল।

বিপ্র। (হাস্য বদনে) আমি এই মনে কচ্চি, রাত্রে এসে সাক্ষাৎ করবো, তা এর মধ্যে সাক্ষাৎ হলো এই যে, আছেন ভাল? আপনার বিপদের কথা সকল শুনেছি, জগদীশ্বর রক্ষা করেছেন। " ধর্ম্মো রক্ষতি ধার্ম্মিকঃ "

সদা। আস্তে আজ্ঞা হোক, প্রণাম করি। (প্রণিপাত) আস্থন্ এখানেই বসা যাউক। (সকলের উপবেশন)

মতি। প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

বিপ্র। কল্যাণ হোক। আপনার নিবাস কোথায়?

সদা। উনি আমার সেই প্রাণদাতা মিত্র।

বিপ্র। (সানন্দিত চিত্তে) এই ইনি, ইনি সিংহ বিনাশ করে আপনাকে রক্ষা করেছেন?

মতি। জগদীশ্বরই রক্ষা করেছেন, আমি নিমিত্ত মাত্র।

বিপ্র। আপনার এরূপ সৌজন্যগুণই আবার অন্যান্য গুণকে অলঙ্কৃত কচ্চে। এই নবীন বয়সে কার্য্যে এত প্রাবীণ্য। আপনার যশে বিজয়পুর পরিপূর্ণ হয়েছে। আপনি কেবল সদাগরকে রক্ষা করেন নাই, আমাদের বিজয়পুরই রক্ষা করেছেন।

মতি। আপনি কি কেবল রাজ্যে ছিলেন?

বিপ্র। হাঁ। রাজবাটীতেই ছিলেম।

মতি। কি কর্ম্ম কর্‌তেন?

বিপ্র। সভাসদ অধ্যাপক ছিলেম, কর্ম্ম এমন কিছুই কর্‌তে হতো না।

মতি। মহারাজের কটী পুত্র?

বিপ্র। পুত্র কৈ? হুঁ! বিধাতা কি সকলকে সকল সম্পত্তি দেন? একটী মাত্র কন্যা। ভাল কথা মনে হলো; সদাগর মহাশয়! আপনার এই বাগানে যে সেই চটুল মৃগশাবকটী ছিল, রাজকন্যাকে দেখ্‌লেই আমার তাকে স্মরণ হতো, সেই মৃগশাবকের চক্ষের মত রাজকন্যার দুটী চক্ষু।

সদা। রাজকন্যাটী খুব সুন্দরী তবে?

বিপ্র। সুন্দরী? তাঁর সৌন্দর্য্যের কথা কি বল্‌বো! এমন রূপ, এমন সুগঠন, মর্ত্যলোকে দুর্লভ। এখন আর দেখ্‌তে পেতেম না, বড় হয়েছেন কিনা, তখন নিতান্ত শিশু ছিলেন, রাজসভাতে প্রায়ই আনা হতো, আহা! এমনি কোমল শরীর, শিরীষকুসুমও তার নিকটে কঠিন বস্তু। অর্দ্ধ পরিস্ফুট সুমধুর বাক্যগুলি আমাদের কর্ণে যেন অমৃত বর্ষণ কর্‌তো। সভাতে আন্‌লে তাঁকে আর মৃত্তিকা স্পর্শ কর্‌তে হতো না, সকলের কোলে কোলেই বেড়াতেন।

সদা। রাজকন্যাটী এখন বড় হয়েছেন, লেখা পড়া কিছু হচ্চে?

বিপ্র। না, তা বিশেষ বল্‌তে পারিনে, শুনেছি সঙ্গীত শিক্ষা হচ্চে, আর চিত্রবিদ্যাতেও নাকি বিলক্ষণ হয়েছেন। যা একবার দেখেন, অমনি অবিকল তার প্রতিমূর্ত্তি লিখ্‌তে পারেন।

সদা। কন্যাটীর বিবাহ হয়েছে?

বিপ্র। আজ্ঞে না, বিবাহযোগ্যা হয়েছেন।

মতি। (স্বগত) স্বপ্নে ইনিই কি আমার মনোহরণ করেছেন? (প্রকাশ্যে) মহাশয়! কেরল রাজ্য এখান থেকে কত দূর?

বিপ্র। না, এমন অধিক দূর নয়, পাঁচ ছয় দিনে যাওয়া

যায়। আমাদিগের এই বিজয়পুর কেবল রাজেরই অধিকার। কেন, আপনি কি যাবেন ইচ্ছা আছে?

মতি। একবার মহারাজের সঙ্গে সময়ে সাক্ষাৎ কর্‌বো গিয়ে।

বিপ্র। তা যাবেন, স্বচ্ছন্দে, মহারাজ অতি ধর্ম্মিষ্ঠ, বিলক্ষণ দাতা, গেলেই আপনার মনোভিলাষ পূর্ণ হবে, কিন্তু এখন যাবেন না।

মতি। কেন?

বিপ্র। এক্ষণে মহারাজ কিঞ্চিৎ বিমনা আছেন, তাঁর আর সন্তান সন্ততি নাই, কেবল সেই একটী মাত্র কন্যা, সেটী পীড়িত হয়েছে, তাতেই ব্যাকুল।

মতি। (চকিতভাবে) কি পীড়া?

বিপ্র। কি পীড়া, অদ্যাবধি কোন চিকিৎসকেই তার নির্ণয় কর্‌তে পারে নাই, অনেক চেষ্টা হচ্চে, অনেক চিকিৎসক দেখ্‌চে, কিন্তু কিছুতেই উপশম হচ্চে না, মানসিক পীড়া, ওতো অঙ্গপীড়া নয়।

মতি। (স্বগত) অঙ্গপীড়া নয়, তবে কি অনঙ্গপীড়া? ভগবান অনঙ্গ আমার মত কি তাঁকেও ক্লেশ দিচ্চেন? আমি যেমন তাঁকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনিও কি আমাকে স্বপ্ন দেখেছেন?—না না,—সেও কি হয়? এমন

সম্ভাবনা কি? যা হৌক্, আমাকে এক বার সেখানে যেতে হলো।

(নেপথ্যে সন্ধ্যাসূচক সঙ্গীত)

বিপ্র। সদাগর মহাশয়! সন্ধ্যা আহ্নিক করে আসি, রাত্রে গে এখন সাক্ষাৎ কর্‌বো, সকল সম্বাদ বিশেষ করে শুন্‌তে হবে।

সদা। যে আজ্ঞে। প্রাতঃপ্রণাম।

মতি। প্রাতঃপ্রণাম।

(উভয়ের প্রণিপাত।)

বিপ্র। প্রাতর্জ্জয়স্তু।

[উঠিয়া প্রস্থান।

সদা। মিত্র! বাগানের ভিতর কি যাবেন?

মতি। না, সন্ধ্যা হলো, আর যাবো না।

সদা। তবে চলুন বাড়ীতে যাই।

মতি। চলুন যাই, একটা কথা আপনাকে নিবেদন করি।

সদা। আজ্ঞা করুন্।

মতি। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) মহাশয়, উপকার করে প্রত্যুপকারের স্পৃহা করাটা মহতের কার্য্য নয়, কিন্তু যদি

আমাকে কর্‌তে হয়, তা আপনি কোন বিষয়ে আমার সাহায্য কর্‌বেন কি?

সদা। সে কি কথা, আজ্ঞা করুন্, যা বল্‌বেন, আমি তো পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা করেছি, আপনার আজ্ঞা প্রতি-পালনে প্রাণ পর্ণ কর্‌বো।

মতি। তা পরে বল্‌বো। এক্ষণে কল্য প্রত্যূষেই আমি কোন স্থানান্তরে যাবো এসে বল্‌বো।

সদা। না মিত্র, এখন কিছু দিন আমি আপনাকে কোথাও যেতে দিব না, আপনার সেবা আগে আমি কিছু করি।

মতি। তা হবে। আমি মানস করেছি, এ সময় আপনি প্রতিবন্ধক হবেন না, আমি দশ বারো দিনের মধ্যেই পুনর্ব্বার এখানে আস্‌চি।

সদা। যে আজ্ঞে, আপনার যেরূপ অভিলাষ হয়। তবে চলুন রাত্রি হলো গৃহে যাওয়া যাউক।

মতি। আজ্ঞে চলুন।

[উঠিয়া উভয়ের প্রস্থান।

তৃতীয় অঙ্ক।

কেরল দেশ।

পুষ্করিণীর তট,—শিবালয়ের সমীপ।

(ব্রহ্মচারী বেশে মতিমানের প্রবেশ)

মতি। (স্বগত) এই তো কেরল রাজ্য পর্য্যন্তও এলেম। (দেখিয়া) ঐ যে রাজবাটী দেখা যাচ্চে না; এ দিক্‌টী বাটীর অন্দরের দিক বোধ হয়। তা যাহোক, আসা তো গেল, এখন কি করি, এই রাজনন্দিনীই যে আমার স্বপ্নের ধন, এটী কি করে সন্ধান পাবো, তাঁর দর্শনের তো সম্ভাবনা নাই। এত ক্লেশ স্বীকার করে এলেম, কেনই বা এলেম, যে পথ, উঃ! অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি; এই স্থানে একটু বিশ্রাম করি। (উপবেশন) আহাহাহা! কি বাতাস এখানে! শরীর সুশীতল কচ্চে। একটু শয়ন করি। (শয়ন) আহা! কি সুক্ষণেই সে দিন অরণ্যমধ্যে বট-বৃক্ষের তলায় শয়ন করেছিলেম। সেটী অতি বিপদের দিন সত্য, কিন্তু আমার সেই স্বপ্নধনের সেই লোকাতীত রূপ-লাবণ্য সন্দর্শন পাওয়ায় সে দিনটীকে সম্পদের দিনই

অবধারণ করে রেখেছি, সেই অবধি নয়নেতেও তো আর নিদ্রা নাই, যে আবার স্বপ্নে দেখ্‌বো, শয়নেই বা কি হবে, তা বরং চিত্তবিনোদনের নিমিত্ত প্রেয়সীর যে প্রতিমূর্ত্তি প্রস্তুত করেছি, তাই ক্ষণ কাল শুয়ে শুয়ে দেখি। (উঠিয়া চিত্রপট বাহির করিয়া পুনঃ শয়ন করত তাহা দর্শন) হুঁঃ! প্রিয়ে, তুমি কেবল চিত্তগতা আর চিত্রগতা থাক্‌লে, একবার নেত্রগত কর্‌তে পার্‌লেম না !!!

(ছবি দেখিতে দেখিতে নিদ্রার আকর্ষণ)

(নেপথ্যে) ভোলার মা ! তুই ওখানে থাক্, আমি একবার পুকুরটো দেখে আসি।

(লবঙ্গলতার প্রবেশ)

লবঙ্গ। (দেখিয়া) দিব্য পুকুরটী,—এই যে, আহাহাহা! প্রণয়ী জনের মনের মত কেমন নির্ম্মল জলটুক অমনি চল চল কচ্চে। এ পুকুর আমার কখন দেখা হয় নাই,—উঃ! পাড়্‌টা কত উচ্চ, যেন কামী লোকের আশা। এতে থেকে পতন হলে আর কি কেউ বাঁচে। ওখানে ও একজন কে শুয়ে রয়েছে না? না গো, ওদিকে একা যাবো না, ভয় করে। দাড়ী গোঁফ্, খেরো কাপড় পরা, তবে ব্রহ্মচারী হবে। (নিরীক্ষণ করিয়া) ব্রহ্মচারীর কি অতো রূপ? এমন রূপবান ব্রহ্মচারী তো আমি কখন দেখি নাই, বোধ হয়

কন্দর্পই যেন রতিকে হারিয়ে ব্রহ্মচারী বেশ ধারণ করেছেন। হাতে ওখানি কি? ছবি নয়? নিকটে গিয়ে দেখি না, সাধু লোক, তায় ভয়ই বা কি? (কিঞ্চিৎ গিয়া) ব্রহ্মচারী ঠাকুর ঘুমুচ্চেন না কি? হাঁ তো। (সবিষাদে) ঐ যা! বাতাসে ছবিখানি উড়িয়ে নে চল্‌লো। ঐ গেল গেল! পুকুরের জলে পড়ে যায় যে,—ধর্‌বো গে,—ধর্‌তে হলো। (সত্বর গিয়া ধারণ) (দেখিয়া) বাঃ! দিব্য ছবিখানি! একটী কন্যা ঘুমন্ত লেখা রয়েছে! ঘুমন্ত ছবি আর আমি দেখি নাই,—একবার রাজকন্যার হাতে একখানি ঘুমন্ত পুরুষের ছবি দেখেছিলেম। এখানি কার প্রতিমূর্ত্তি? আমাদের রাজকন্যার মত বোধ হয়,—না, তা হবে কেমন করে? তাঁকে তো কেউ কখন দেখ্‌তে পায় নাই। এখানি আর কারু হবে, কিন্তু দিব্যি লিখেছে।

(মতিমানের চৈতন্য ও গাত্র ভঙ্গ)

মতি। (নয়ন মার্জ্জন করিয়া) ইঃ! এর মধ্যে নিদ্রার আকর্ষণ হয়েছিল। (সচকিতে) কৈ, প্রতিমূর্ত্তিখানি?

(উঠিয়া ইতস্তত অন্বেষণ।)

লবঙ্গ। (ছবি গোপন করিয়া প্রকাশে) ও ব্রহ্মচারী ঠাকুর! কি খুজ্‌চো?

মতি। একখানি ছবি।

লবঙ্গ। ছবি কোথায় হারালে? আর কোথাও ফেলে এসেছ বুঝি।

মতি। না, আর কোথা ফেল্‌বো? হাতে ছিল।

লবঙ্গ। তবে ঘুমিয়ে ছিলে, কে হাত্ থেকে চক্ষুদান দেছে। তুমি কেমন ব্রহ্মচারী গো? ব্রহ্মচারীর কি দিনে ঘুমুতে আছে?

মতি। না, আমি তো ঘুমুই নি।

লবঙ্গ। না, ঘুমোন নি, চোদ্দ পোয়া হয়ে পদ্মনাভ ভজ্‌ছিলে, নাকের ডাক্ পর্য্যন্ত আমি শুন্‌তে পেয়েছি। তা এই নেও তোমার ছবি, বাতাসে উড়ে গে জলে পড়্‌-ছিলো, আমি কত করে ধরে রেখেছি, এই নেও। (চিত্র-পট অর্পণ) তা তুমি ব্রহ্মচারী মানুষ, মেয়ে মান্‌ষের ছবি নিয়ে কি কর্‌বে, ওখানি আমাকে দেও না।

মতি। তুমিই বা মেয়ে মান্‌ষের ছবি নিয়ে কি কর্‌বে?

লবঙ্গ। আমি রাজকন্যাকে দিব।

মতি। কোন্ রাজকন্যা?—তুমি কে?

লবঙ্গ। এই দেশের রাজকন্যা। আমি রাজকন্যার সহচরী। হে দেখ, আমাদের রাজকন্যার ছবির বড় বাই। তিনি কত প্রকার ছবি লিখেছেন, একবার যাকে দেখেন, তারি ছবি লিখ্‌তে পারেন।

মতি। তিনি যদি লিখ্‌তে পারেন, তবে আর নিয়ে কি কর্‌বেন?

লবঙ্গ। এখন আর লেখেন না, তাঁর বড় ব্যামো হয়েছে।

মতি। কি ব্যামো?

লবঙ্গ। ব্যামো কি, তা কেউ স্থির কর্‌তে আজিও পারে নি। সর্ব্বদাই রোদন করেন, খান্ না দান না, ক্রমেই কাহিল হয়ে যাচ্চেন। তাঁরি পীড়া শান্তির মানসে আমরা এই ত্রিলোকনাথ মহাদেবের পূজা দিতে এখানে এসেছি।

মতি। হঠাৎ তাঁর এমন পীড়াটা হলো কেন?

লবঙ্গ। (দীর্ঘ নিশ্বাস) কি বল্‌তে পারি ঠাকুর! এক দিন স্বপ্নে দেখে কেঁদে উঠেছিলেন, সেই ওর সূত্র।

মতি। সে কত দিন হলো?

লবঙ্গ। বড় অধিক দিন নয়, এই চৈত্র মাসের কৃষ্ণ চতুর্দ্দশীর দিন রাত্রে সঙ্গীতশালায় গাওনা বাজনা হয়ে গেল, তার পর সেইখানে অমনি শুয়ে ঘুমিয়ে পড়্‌লেন, আমরাও সকলে ঘুমুলুম্, রাজকন্যা ঘুমিয়ে ঘুমিয়ে হঠাৎ কেঁদে উঠ্‌লেন। সেই অবধিই ঐ ভাব।

মতি। (আহ্লাদে স্বগত) এ কি কথা শুনি! আমার আশা যে অঙ্কুরিত হলো!

লবঙ্গ। তাই বল্‌চি, তাঁর মন্‌টা কেমন হয়েছে, যদি এই ছবিখানি দেখে মনে ধরে, তা অমনি নেবেন না, তা হলে এর মূল্য এখন এনে দেবো, আর তা না হলে তোমার ছবি তোমাকেই এনে ফিরিয়ে দিব এখন। বিশ্বাস হয় না কি?

মতি। তা হবে না কেন? তাঁকে দেবে? ভাল, নেও, মুড়ে দিই, কাকেও দেখিও না! (চিত্রপট অর্পণ)

লবঙ্গ। কাকে আবার দেখাবো? (গ্রহণ করিয়া) ——ও ভোলার মা!—তুই ওখানে একটু থাক্, আমি শীঘ্র আস্‌চি।

[প্রস্থান।

মতি। (স্বগত) এ কি আশ্চর্য্য ঘটনা! অ্যাঁ! আমার ন্যায় রাজকন্যারও সেই অবস্থা ঘটেছে! তবে ইনিই যে আমার চিত্তমোহিনী, ইনিই যে আমার স্বপ্নের ধন!—— আমি যে পরিশ্রম করে এখানে এসেছি, তার সার্থক হলো! মৃগয়াতে আসা সফল হলো! সেই ভয়ানক বিপদের দিন এখন সম্পদ হয়ে উঠ্‌লো! চিত্রপট পাঠিয়ে দেওয়া মন্দ হয় নাই, ভাল হয়েছে, সহচরী ফিরে এলেই এখন সন্দেহ দূর হবে। তা সে কতক্ষণে আস্‌বে? রাজ-বাটী তো বিস্তর দূর নয়, ঐ দেখা যায়, এতক্ষণ কি সে

পঁহুছিতে পারে নাই? হাঁ,এতক্ষণ গিয়ে পঁহুছেছে, এতক্ষণ চিত্রপট দেখাচ্চে। প্রিয়া চিত্রপট দেখে কি বুঝ্‌বেন না যে, তাঁর মত আমিও তাঁকে স্বপ্নে দেখে তাঁর প্রতিমূর্ত্তি লিখিছি, তাঁকে পাবো বলে এখানে এসে পঁহুছিছি, অবশ্যই বুঝ্‌তে পার্‌বেন বৈ কি, তিনি বুদ্ধিমতী হবেন তার সন্দেহ কি, অমন রূপ কখন গুন-বিরহিত হয় না, হয় তো এতক্ষণ ব্যাকুল ভাবে সহচরীকে বল্‌চেন, তাকে শীঘ্র এনে দেও। (চকিত ভাবে) ও কি শব্দ হলো! সহ-চরীর নূপুরধ্বনি?——না, ও সারস পক্ষীর শ্রেণী যাচ্চে, তারি শব্দ, যা হোক, সারস দর্শনও শুভসূচক বটে,—আমার দক্ষিণ বাহুটোও স্পন্দিত হচ্চে, এই ত্রিলোক-নাথের নিকটে এসে শরণাগত হয়েছি, আমার মনোভি-লাষ উনি কৈ পূর্ণ কর্‌লেন না? সহচরী এখনও আস্‌চেনা কেন? হুঁ, অপেক্ষা করে বসে থাকুলে কার্য্য সিদ্ধি অনেক বিলম্বে হয় বোধ হয়। (দেখিয়া আহ্লাদে) ঐ যে সহ-চরী আস্‌চে। (শঙ্কিত ভাবে) চিত্রপটখানি আবার ফিরিয়ে আন্‌চে যে। তবেই তো!

(লবঙ্গলতার পুনঃ প্রবেশ)

লবঙ্গ। ও ব্রহ্মচারী ঠাকুর! এই তোমার ছবি নেও। তাঁর মনে ধোর্‌লো না।

মতি। (শঙ্কিত ভাবে) কেন, কি বল্‌লেন?

লবঙ্গ। আমি গে ছবিখানি দে বল্‌লেম, দেখুন দেখি ছবি, কেমন কন্যাটী লেখা আছে, কেমন রূপ! তা তিনি আমার হাত থেকে নে দেখে বল্‌লেন, এর আবার রূপ কি? আমি যে সামগ্রী লিখেছি, তার কাছে কি এ? বলে কি ভাব্‌লেন, পরে শয়নগৃহে গে বেরিয়ে এসে সেই তোমার যেমন মোড়া ছিল, তেমনি করে এনে আমাকে বল্‌লেন, যার কাছে পেয়েছ, তাকেই দিয়ে এস। তা আমি অমনি নিয়ে এসেছি। বলি ব্রহ্মচারী ঠাকুর বিশ্বেস করে দেছেন, এতক্ষণ কত ভাব্‌ছেন, তাঁর সামগ্রী তাঁকে দিই গে। তাই নিয়ে এলেম। এই নেও, তোমার ধন তুমি পেলে, আমি খালাস। (চিত্রপট প্রদান)

(নেপথ্যে) ওগো দিদি ঠাক্‌রুণ! যাও তো এস, আমরা চল্‌লেম।

লবঙ্গ। যাইরে যাই। (ব্রহ্মচারীর প্রতি) ঠাকুর! প্রণাম করি। কিছু মনে টোনে করো না, আমি চল্‌লেম।

মতি। (দীর্ঘ নিশ্বাসে স্বগত) এ কি হলো! আমার সে সকল কল্পনা কল্পনামাত্রই হলো! হুঁঃ! তা হবে বৈ কি? অমন অঘটন ঘটনের সম্ভাবনা কি? আমার স্বপ্নের ধন ইনি নন, ইনি হয় তো আর কি স্বপ্নে

দেখেছেন, তাইতে অন্য কি পীড়া হয়ে থাকবে। আমি যা মনে করেছিলেম, তা নয়। তা হলে এ তো তাঁরি প্রতি-মূর্ত্তি, অমন অনাদর করে ফিরে দেবেন কেন? হুঁঃ! আমার দুরাশা পূর্ণ হবার নয়, মিথ্যা আকিঞ্চন করি। (অনেকক্ষণ চিন্তা করিয়া) তবে এ পর্য্যন্ত এসেও যদি মনোবাঞ্ছা পূর্ণ করতে পারলেম না, তবে আর এ জীবন ভার বহনে প্রয়োজন কি? আমার তো প্রতিজ্ঞাই আছে। তবে এই ত্রিলোকনাথ আশুতোষের নিকটে এই পুষ্করিণী আছে, এতেই জীবন বিসর্জ্জন দিই, সেই ভাল। আর প্রাণধারণ করে অন্তরাত্মাকে কেবল দগ্ধ করা বৈ ত নয়, প্রাণত্যাগ কর্ত্তব্য। তবে আমার মনোমোহিনীর প্রতিমূর্ত্তিটী বরং বক্ষস্থলে ধারণ করে জলে পড়ি। (চিত্রপট গ্রহণ ও দর্শন) এ কি? এ তো সেখানি নয়। (খুলিয়া দর্শন করত) না, আর একখানি দেখ্‌চি। এ যে নিদ্রিত কোন পুরুষের প্রতিমূর্ত্তি। (সবিশেষ নিরীক্ষণ করিয়া) এ কি আমার প্রতিমূর্ত্তি! (পরমাহ্লাদে) তবে যে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়েছে। (ক্ষণকাল নিস্তব্ধ থাকিয়া) আমি যাঁকে স্বপ্নে দেখেছি, তিনি আমাকেই স্বপ্নে দেখেছেন, আমি অনুরক্ত হয়ে যাঁর প্রতিমূর্ত্তি লিখিছি, তিনিও অনুরক্ত হয়ে আমার প্রতিমূর্ত্তি

লিখেছেন, তবে তাঁর পীড়ারও কারণ আমি। তবে তো সকল মনোরথই পূর্ণ হলো, তবে নিরাশা হয়ে প্রাণত্যাগ কর্‌তে উদ্যত হয়েচি কেন? আমি কি মূর্খ! সহচরী বলে গেল, রাজকন্যা বলেছেন, আমি যে সামগ্রী লিখিছি, তার কাছে কি এ? এ কথার গূঢ় ভাব আছে, এতে আপনাকে নিকৃষ্ট বোধ করে আমার প্রতি মনের আগ্রহই জানান হয়েছে। তাই বটে, এর আর সন্দেহ কি, আমার আশা-লতাই যে ফলবতী হয়েছে। যা হোক, কামী জন আর উন্মত্ত, এদের উভয়েরই মনোবৃত্তি তুল্য। শরৎকালীন গগনমণ্ডলের ন্যায় ক্ষণে ক্ষণে কত ভাব ধারণ করে। প্রতিমূর্ত্তি পরিবর্ত্ত করাতে বোধ হচ্চে, সহচরীর নিকটেও গোপন করা তাঁর অভিপ্রেত। তবে এক্ষণে কি করা কর্ত্তব্য। (কিঞ্চিৎ চিন্তা করিয়া) সেই পরামর্শই সৎপরামর্শ, তবে যাই, বিজয়পুরে গিয়ে সদাগরকে সঙ্গে করে আনি, দেখিং কি হয়, সেই ভাল। (কৃতাঞ্জলি পূর্ব্বক প্রণিপাত করিয়া) হে ত্রিলোকনাথ! তোমার প্রসাদেই আমার আশা যেন পূর্ণ হয়, আমি এক্ষণে চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

চতুর্থ অঙ্ক।

কেরল রাজধানী।

রাজসভা।

(অমাত্য সহ রাজা উপবিষ্ট,
বন্দীর স্তুতিপাঠ।)

মন্ত্রী। (কৃতাঞ্জলি) মহারাজ! রাজকন্যা এক্ষণে কিঞ্চিৎ বিশেষ হয়েছেন কি ?

রাজা। কৈ মন্ত্রিবর, বিশেষ কিছুই বোধ হচ্চে না।

মন্ত্রী। তবেই তো, অনেক দিন হতে গেল।

রাজা। হাঁ, তা বটে, তবে কিনা, এ রোগ যে নিতান্ত মারাত্মকই, তা বোধ হয় না, ঐ আন্তরিক একটু, ওটুকু কিছুতেই সার্‌চে না। আমাদের দেশে তো তেমন চিকিৎসক নাই, এক ভৈষজ্য রত্নাকর আর কণ্ঠাভরণ ধন্বন্তরি, তা ওঁরাও বিজ্ঞ বটেন, কিন্তু কি জানো, অত্যন্ত প্রাচীন হয়েছেন, কিছুই করে উঠ্‌তে পাচ্চেন না, ফলে এ রোগের উপযুক্ত এঁরা নন, এঁরা যে সকল ঔষধ দিলেন, তাতে তো কিছুই হলো না, যার যা, তার তা না হলে খাট্‌বেই

বা কেন? এখন বিদেশ থেকে এক প্রকার মকরধ্বজের আকার আনান হচ্চে, তারি দুই এক রতি প্রয়োগ কর্‌লে উপশম হতে পারে, সম্ভাবনা বটে। এখন ঈশ্বরেচ্ছা এলে হয়।

(দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বার। মহারাজের জয় হোক। মহারাজ! রাজদর্শন মানসে এক প্রাচীন ব্রাহ্মণ একটী কন্যা সঙ্গে করে এসে দ্বারে দণ্ডায়মান।

রাজা। কন্যা?——আচ্ছা আস্‌তে বলো।

দ্বার। যে আজ্ঞা মহারাজ!

[প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! কন্যাকে রাজসভায় আন্‌চে কেন? কি বোধ হয়?

মন্ত্রী। বোধ হয় ব্রাহ্মণ কোন বিপদে পড়ে থাক্‌বেন, নতুবা রাজসভায় স্ত্রীলোক আন্‌বেন কেন?

(কন্যাবেশী মতিমানের সহিত বিপ্রবেশে সদাগরের প্রবেশ)

সদা। (শ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে হস্ত তুলিয়া) ম—ম—ম—মহারাজের জয় হোক।

রাজা। প্রণাম করি। (প্রণিপাত)

সদা। ম—ম—মহারাজের জয় হোক। আ—আমি শ-শরণাগত।

মন্ত্রী। ঠাকুর! একটু স্থির হও, প্রাচীন শরীর, পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছ, অল্পে অল্পে বলো কি হয়েছে।

সদা। আমি বড় বিপদাপন্ন, যদি মহারাজ আশ্রয় দেন, তা হলেই জাতিকুল রক্ষা হয়।

রাজা। কি, হয়েছে কি?

সদা। (কৃতাঞ্জলি) আজ্ঞে, নিবেদন করি। আমার আর কেউ নাই, এই কন্যাটী মাত্র, আমার ব্রাহ্মণী এই কন্যাটীকে প্রসব করেই পরলোক গমন করেন, আমি সব কর্ম্ম ত্যাগ করে এটীকে প্রতিপালন করেছি, তিন বৎসর গত হলো, একটী সৎকুলোদ্ভব পাত্রের সহিত কন্যার সম্বন্ধ করা হয়, বিবাহ দিতেও উদ্যত হওয়া গেছিল, কিন্তু সে পাত্র তখন বিবাহ কর্‌তে সম্মত হলেন না,—বল্‌লেন, সম্বন্ধ স্থির থাক্‌লো, আমি আর কিছু পড়ে আসি, যোগশাস্ত্র পড়া আমার বাকী আছে, আপনি এক বৎসর কাল আর অপেক্ষা করুন্, আগামী বৎসর এসে বিবাহ কর্‌বো। এই কথা বলে তিনি গেলেন, কোন্ দেশে পড়্‌তে গেলেন, বলে গেলেন না, তিন বৎসর অতীত হলো, অদ্যাপি এলেন না, মেয়েটী ঐ দেখুন বড় হয়েছে,

আর তো রাখা যায় না, সম্বন্ধ করা গেছে, অন্যথা কর্‌তেও পারিনে, আর লজ্জা খেয়ে আপনার কাছে বল্‌তেই কি, আমার কন্যারও অভিলাষ, সেই বরে বিবাহ হয়। এখন কি করি, কেউ নাই, কাকে পাঠাবো, আপনাকেই যেতে হলো, কিন্তু কি ক্ষরে যাই, কুটুম্ব নাই, আত্মীয় নাই, বন্ধু-বান্ধব কেউ নাই, এখনকার কাল, এই বয়স্থা কন্যা কার কাছে বিশ্বাস করে রেখে যাই।

রাজা। বটেই তো, তা কি কর্‌বেন স্থির করেছেন?

সদা। আর কি কর্‌বো, বিশ্বাস আর কাকে হয়, ধন প্রাণ জাত্‌ কুল মান সম্ভ্রম সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা মহারাজ, মহারাজই সকল রাখ্‌তে পারেন, নষ্টও কর্‌তে পারেন, অতএব মহারাজ অনুগ্রহ করে আমার প্রতি কটাক্ষ করুন্‌, আপনার দয়া হলেই আমার সব রক্ষা হয়, দয়া করে এই কন্যাটীকে যদি দিন কত রাজবাটীতে রাখেন, আমি তা হলে জামাইটীকে অন্বেষণ করে আন্‌তে পারি, আমার এই প্রার্থনা।

রাজা। উত্তম। তার আর অশ্চর্য্য কি?

সদা। আমি কৃতার্থ হলেম! জয় হোক মহারাজের।

রাজা। আর এক কর্ম্ম কর্‌লে হয় না?

সদা। আজ্ঞা করুন্‌।

রাজা। আপনি একখানি পত্র লিখে দিন্, আমি লোক দিচ্চি, যেখানে আপনার জামাতা আছেন, অন্বেষণ করে আনুক্ গে।

সদা। আজ্ঞে না, তা হবে না, তাঁকে কেউ চিনে আন্‌তে পার্‌বে না, তিনিও তা হলে আস্‌বেন না, আমাকেই যেতে হয়েছে।—কেন, মহারাজ আমার কন্যাকে কিছু দিন রাখ্‌তে কি অমত কচ্চেন ?

রাজা। না না, আমি তা বল্‌চি না, আপনার প্রাচীন শরীর, কষ্ট হবে, তাই বল্‌চি। যদি আপনি যেতে পারেন, তাতে আমার আপত্তি কি, কন্যাটী আমার অন্তঃপুরে স্বচ্ছন্দে থাকুন গে, তার হানি কি? দ্বারবান! একজন দাসীকে ডেকে দেও তো।

(নেপথ্যে) যে আজ্ঞে।

সদা। বাঁচ্‌লেম, মহারাজ দীর্ঘজীবী হোন। আপনার যশে জগৎ ব্যাপ্ত হোক, লক্ষ্মী স্থিরা থাকুন, আমাকে আপনি কৃতার্থ কর্‌লেন, আমি এখন স্বচ্ছন্দে নির্ভাবনায় গিয়ে জামাইটীকে অন্বেষণ করে আনি। এ কন্যাটী পাত্রস্থ করে, মহারাজ, আর আমি সংসারে থাক্‌বো না। যা কিছু বিষয় আছে, বিক্রয় করে গিয়ে কাশীবাস কর্‌বো।

রাজা। ভাল, তাই কর্‌বেন, প্রাচীন হয়েছেন, আর সংসারশৃঙ্খলে বদ্ধ থাক্‌বার প্রয়োজন কি।

(দাসী সহ দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বার। মহারাজ! এই ভোলার মা এসেছে।

রাজা। ওরে ভোলার মা! তুই এই মেয়েটীকে সঙ্গে করে অন্তঃপুরে নিয়ে যা, আমার কুসুমলতার কাছে দিস্। বলিস্, আমি ইটীকে তাঁর হস্তে সমর্পণ কর্‌লেম, এটী ব্রাহ্মণকন্যা, ভগিনীর ন্যায় এঁকে তিনি যেন প্রতিপালন করেন।

ভোলার মা। যে আজ্ঞে। এসো গো বাছা এস।

রাজা। যাও মা যাও, ওর সঙ্গে যাও।

সদা। যাও না মা, যাও, আর কেন দাঁড়িয়ে থাক্‌লে, যাও, রাজকন্যার কাছে পরম সুখে থাক্‌বে, তার ভাব্‌না কি? (সদাগরের কণ্ঠ ধরিয়া কন্যার রোদন)

সদা। কেন, কাঁদ্‌চো কেন, আমার অধিক বিলম্ব হবে না, যাও লক্ষ্মী সোণামণি যাও! আমি কত সামগ্রী তোমার নিমিত্ত আন্‌বো, ভাল কাপড় আন্‌বো, অলঙ্কার প্রতিকার আন্‌বো, যাও।

ভোলার মা। এসো না গো বাছা, আমি আর দাঁড়াতে পারিনে, এখনো রাজকন্যার পুজোর যো হয় নাই।

রাজা। কেন, রোদন কচ্চেন কেন? কেন গো মা, আমার অন্তঃপুরে আমার কুসুমলতার সঙ্গে একত্র থাক্‌বে, তোমার ভাবনা কি, কোন ক্লেশ পাবে না, দেখ, ব্রাহ্মণ যেমন তোমার পিতা, আমিও তো তেমনি।

মন্ত্রী। আঃ!—এতো গুণ আর কার শরীরে আছে।

সদা। রাজা বাপ পেলে বাছা তুমি, তবু আবার কাঁদো?

রাজা। ফলে সে কথা যথার্থ, আমার কন্যার যেমন আকৃতি প্রকৃতি, উটীরও সেইরূপ দেখ্‌চি। যাও, দুজনে একত্র থাক্‌বে, একত্র খেলা কর্‌বে।

সদা। যাও মা যাও। (কন্যার অত্যন্ত রোদন)

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ ঠাকুর! আপনি এখানে যতক্ষণ থাকবেন, ততক্ষণই উনি রোদন কর্‌বেন। তা আপনার তো রাখা হলো, আপনি এক্ষণে বিদায় হৌন।

সদা। আজ্ঞে, আপনি ভাল বলেছেন, তবে আমি চল্‌লেম, মহারাজের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হৌক।

[রাজার প্রণাম এবং

সজল নয়নে চাহিতে চাহিতে

সদাগরের প্রস্থান।

(সদাগরের গমন অবলোকন করিতে করিতে অল্পে অল্পে দাসীসহ কন্যার অন্তঃপুরে প্রবেশ)

রাজা। আঃ! কন্যাসন্তানটা এমনি মায়াবিনী বটে! পিতৃবিচ্ছেদে অত্যন্ত কাতরা হয়েছে।

মন্ত্রী। তা হতেই তো হয়, আর তো কেউ নাই, ঐ পিতাই প্রতিপালন করেছে, পিতা ছাড়া তো আর জানে না। সে যা হোক, ব্রাহ্মণটী বিলক্ষণ বুদ্ধিমান, বেশ মন্ত্রণা করে মেয়েটীকে কেমন উত্তম স্থানে এনে রেখে গেলো। কোন আশঙ্কা নাই, কোন চিন্তাই নাই, উত্তম বুদ্ধির কাজ করেছে।

রাজা। কেবল বুদ্ধিমানই কেন, ব্রাহ্মণটীকে দেখে আমার ভক্তি হয়েছে। দিব্য ব্রাহ্মণটী! দেখেছ, যেন সাক্ষাৎ ব্রহ্মণ্যদেব, তেজঃপুঞ্জ শরীর——

(নেপথ্যে মাধ্যাহ্নিক সংগীত।)

রাজা। তবে আজ ওঠা যাউক, বেলা হয়েছে।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে। (সভাভঙ্গ, সকলের গাত্রোত্থান)

[সকলের প্রস্থান।

পঞ্চম অঙ্ক।



(সংগীতশালা সমীপে মধুকরী দণ্ডায়মানা, বিষধরীর প্রবেশ)

বিষ। ও মধু! ভাল আছ তো গো?

মধু। হাঁ মা! ভাল আছি, তুমি কোথা যাচ্য?

বিষ। ভট্চায্যি মোশাই রাজকন্যার নিমিত্ত আশীর্ব্বাদী ফুল পাঠিয়ে দিলেন, তাই রাজমহিষীর হাতে দিতে যাচ্চি। তা তুমি এখানে দাঁড়িয়ে কি কর্‌চো?

মধু। মহারাজের চিড়িয়েখানাতে কত রকম পাখী কত প্রকার শব্দ কচ্চে, তাই শুন্‌চি।

বিষ। আজ্‌ যে বড় নিশ্চিন্ত?

মধু। না মা, নিশ্চিন্ত নয়, রাজকন্যা একটু ভাল আছেন।

বিষ। ভাল আছেন?

মধু। হাঁ গো হাঁ, ৪।৫ দিন হলো কতক ভাল বোধ হচ্চে, এই ৫।৬ মাস ভারি অসুখ হয়েছিল, এক দণ্ড কি আমরা কোথায় যেতে পেতেম? সর্ব্বদা বাতাস করো, গায় হাত বুলোও, এখন আর ততটা নাই।

বিষ। কাছে থাক্‌তে হয় তো?

মধু। হাঁ, হয়, ততটা নয়, আবার সম্প্রতি দিন ১০।১২ হলো একটী ব্রাহ্মণের মেয়ে এসেছেন, তিনিই সর্ব্বদা কাছে আছেন, আমরা একটু ছাড়ান পেয়েছি।

বিষ। হাঁ হাঁ, পরশু দেখ্‌লেম বটে, সে ব্রাহ্মণের মেয়েটী তো ভাল, একে মা, ওকে মাসী, তাকে খুড়ী, যেন কত কালের পরিচয়। বেশ মেয়েটী, অহঙ্কার নাই, দেমাক নাই, বেশ, আমি ঐ রকম ভালবাসি; কে কত দিন বাঁচ্‌তে এসেছে বলো।

মধু। হাঁ গো, বেশ মানুষটী, রূপে গুণে দেখ্‌তে শুন্‌তে অতি উত্তম। আহা, কথাবার্ত্তাগুলি এমনি মিষ্টি, শুন্‌লে কাণ জুড়োয়। কত দেশের কত কথা, কত শ্লোক সিদ্ধান্ত, কত কাব্যরস, মেয়েটী এতোও জানে গো, আবার স্বভাবটী এমনি,আমাদের কাছেও কথনো মাথার কাপোড় খোলা নাই, রাজকন্যা তাঁকে বড় ভাল বাসেন।

বিষ। ভাল বাস্‌বেন না, এমনো কথা,বলে আপ্ ভাল তো জগৎ ভাল। যে নিজে ভাল,তাকে কে না ভালবাসে। তা বাছা, আমি যাই, রাজমহিষীর মহলে যেতে হবে।

মধু। হাঁ মা এসো, আমিও যাই।—(কিঞ্চিৎ গিয়া দেখিয়া) ঐ যে রাজকন্যা সেই ব্রাহ্মণকন্যাকে সঙ্গে করে

সংগীতশালায় আস্‌চেন। কাল্‌ বলে ছিলেন, সংগীতশালা ওঁকে দেখাবেন, তাই সঙ্গে করে আন্‌চেন।

বিষ। (যাইতে যাইতে দেখিয়া) হাঁ তাই তো— দেখেছ, কেমন লজ্জা, অধোবদন, উচ্চ দৃষ্টি নাই, বেশ মেয়েটী, ওটীর বিয়ে হয়েছে কি ?

মধু। না, হয় নাই, ওঁর বাপ ওঁকে এখানে রেখে জামাই আন্‌তে গেছে।

[উভয়ের প্রস্থান।

(কুসুমলতা এবং কন্যা-বেশী
মতিমানের প্রবেশ)

কন্যা। (দেখিয়া স্বগত) এই যে সেই সঙ্গীতশালা দেখ্‌চি ! কি আশ্চর্য্য ! ঠিক সেই বোধ হচ্চে। (প্রকাশ্যে) রাজকন্যে ! তোমার এমন সকল যন্ত্র ! আহাহাহা ! আমরা এমন কখনো চক্ষেও দেখি নাই। তোমার তো সঙ্গীতে খুব্‌ সক্‌ আছে দেখ্‌ছি, কিন্তু আমিও তো এই ১০।১২ দিন এসেছি, গাওনা টাওনা তো দেখ্‌তে পাইনে।

কুসুম। আমার পীড়া হওয়া অবধি আর কিছুই হয় না।

কন্যা। (দেখিয়া) আহা ! কি সুন্দর এস্রাজটী ! কত

বড়ো সেতার! উঃ! আলাপচারি কর্‌তে এইরূপ যন্ত্র বড় ভাল।

কুসুম। তুমি কি গাইতে পারো?

কন্যা। না রাজকন্যে, আমরা গৃহস্থ ঘরের মেয়ে, আমরা গাবো? ছি! লজ্জার কথা!

কুসুম। তোমার এত লজ্জা কেন ভাই? এখানে কে আছে?

কন্যা। কেন রাজকন্যে! তুমি তো আছ, আমি কি লজ্জা খেয়ে তোমার কাছে গাইতে পারি?

কুসুম। আমার কাছে তুমি এত লজ্জা কর কেন? তোমাকে ভাই একটী গাইতেই হবে। আমি কোন কথা শুন্‌বো না।

কন্যা। তবে আগে তুমি একটী গাও।

কুসুম। অবশ্য, তা না গাইলেই বা গাবে কেন? এক্ মুটো ভিক্ষে ঘরে থেকে না নিয়ে গেলে পরে ভিক্ষে দেয় না, তবে আমি গাচ্চি। কিন্তু তুমি ভাই ঐ তবলাটী নিয়ে তাল দেও।

কন্যা। আমাদের এ বাম্‌নে তাল কি খাট্‌বে? কোথায় দিতে কোথায় দিব!

কুসুম। (সহাস্য বদনে) কেন ভাই, তুমি তো আর

তালকাণা নও ; নেও,নেও, আর রঙ্গে কাজ নাই। (তাহার হস্তে তবলা দিয়া স্বয়ং তানপূরা লইয়া সঙ্গীত করিলেন)

কন্যা। (হাস্যবদনে) আহাহাহা! বেশ ! উত্তম গেয়েছ, আর একটী গাও।

কুসুম। তুমি আগে একটী গাও। (কন্যার হস্তে তানপূরা দিয়া স্বয়ং তবলা গ্রহণ)

কন্যা। আমি গাবো ?

কুসুম। আর রঙ্গে কাজ নাই, এত লজ্জা কিসের ? গাও গাও।

কন্যা। তবে গাই, ছাড়্লে না দেখ্‌চি। (অনুচ্চস্বরে গান)

কুসুম। (আশ্চর্য্যান্বিতা) আহাহাহা! এ কি! অ্যাঁ! কি সুমিষ্ট গলা! এমন্ তো কখন শুনি নাই! আহা! কি রাগরাগিণী বোধ! বলি বিধাতা যাকে গুণ দেন, তাকে কি সব গুণই দে থাকেন! কি আশ্চর্য্য !! (কন্যার চিবুক ধরিয়া) ভাই, তোমার এই রূপ, এমন স্বভাব, এত নম্রতা, এতদূর সুশীলতা, একাধারে এত গুণ তো সম্ভবে না। যা হোক ভাই, তোমার বাপ জামাই আন্‌তে গেছেন, এলেই তুমি যাবে,—উঃ! মনে কর্‌লে প্রাণ কেমন করে! তুমি ভাই আমাকে কি কর্‌লে? তোমার প্রতি আমার মন

এমন হলো কেন? তুমি ভাই বিবেচনা করে দেখ, তুমি ভিন্ন জাতি, ভিন্ন দেশী, ক দিন বা তোমার সঙ্গে আলাপ হয়েছে, আমার তো এত সখী আছে, কারু প্রতি তো আমার মন এমন হয় নাই।

কন্যা। (হাস্যবদনে) সে ভাই আমার অদৃষ্ট আর তোমার অনুগ্রহ।

কুসুম। না, সত্য বল্‌চি, তুমি ভাই আমার যেন জন্মান্তরে কে ছিলে, কিম্বা কি ক্ষণ-লগ্নে দেখা হয়েছে বল্‌তে পারিনে।

কন্যা। রাজকন্যে! তোমার এতদূর অনুগ্রহ আমার প্রতি হবে, এত প্রত্যাশা তো আমি করি নাই, তুমি হলে রাজকন্যে, আমি হলেম তোমার একজন প্রজার মেয়ে—

কুসুম। ও ভাই কি কথা বলো, প্রণয়ে আবার রাজা প্রজা এলো কেন? ও কথা তুমি রেখে দেও, আর একটী গাও শুনি, একটু বড় করে গাও।

কন্যা। না ভাই আমি বড় করে গাইতে পার্‌বো না, আমার লজ্জা করে।

কুসুম। এত লজ্জাই কি তোমার? তুমি সর্ব্বদাই আমার কাছে মাথায় কাপোড় দিয়ে থাক কেন? আমি এই তোমার কাপোড় খুলে দিই।

কন্যা। না রাজকন্যে, মাথার কাপোড় খুলে দিও না, উটি আমার স্বভাব, আরো এক কথা, যার সঙ্গে মন খোলা খুলি নাই, তার কাছে কি মাথার কাপোড় খোলা উচিত? এই কথাটী তুমিই বিবেচনা করো।

কুসুম। কেন, মন খোলাখুলি কিসে নাই ভাই, তুমি আমার মন কেড়ে নেছ একেবারে।

কন্যা। আর ভাই অত দূর আমাকে বাড়াতে হবে না। আমি তোমার মন কেড়ে নিছি? তা যদি নিতেম, তা হলে মনের কথাও পেতেম।

কুসুম। মনের কথা পেতে কি বাকী আছে?

কন্যা। অনেক বাকী।

কুসুম। কি বাকী বলো।

কন্যা। বল্‌বো? আচ্ছা ভাই, তোমার যে পীড়া হয়েছে, ওটী কি পীড়া?

কুসুম। কি করে বল্‌বো? বৈদ্যে স্থির কর্‌ত্তে পাচ্চে না।

কন্যা। বৈদ্যে তো সকল বোঝে। তারা পরের নাড়ী টিপে বেড়ায়, কিন্তু নিজে আনাড়ি। শরীর পাণ্ডুবর্ণ, ক্ষণে ক্ষণে দীর্ঘ নিশ্বাস, ডাক্‌লে ডাক্ শোনোনা, এক কথায় আর উত্তর করো, এ কি তোমার পীড়া, এ পীড়া কি

বৈদ্যে স্থির কর্‌তে পারে? আমার কাছে তুমি গোপন কচ্চো, অথচ আমাকে বল্‌চো তুমি আমার মনের মানুষ, তা যে যার মনের মানুষ হয়, তার কাছে কি কোন কথা গোপন রাখ্‌তে আছে? যদি সুখ দুঃখের ভাগ না দেবে, তবে একটা প্রণয় কি?

কুসুম। (স্বগত) ব্রাহ্মণকন্যাটী আমার যথার্থ প্রণয়ের পাত্রী। বিলক্ষণ বুদ্ধিমতীও বটে, তবে সে কথা এর কাছে বলায় প্রকাশ হবে না। (প্রকাশে) হাঁ, কিছু গোপন আছে বটে, বল্‌তে লজ্জা করে।

কন্যা। তবে দেখ দেখি রাজকন্যে, তোমার লজ্জা অধিক কি আমার লজ্জা অধিক?

কুসুম। না, আর তোমার নিকটে কিছুই অপ্রকাশ রাখ্‌বো না। ওরে, কে আছে এখানে?

(বেত্রবতীর প্রবেশ)

বেত্র। আজ্ঞে?

কুসুম। বেত্রবতি! তুমি দ্বারে গিয়ে থাক, অন্য কেঁউ যেন এখন সঙ্গীতশালায় না আসে।

বেত্র। যে আজ্ঞে। সখীদেরও আস্‌তে বারণ কর্‌বো?

কুসুম। হাঁ, কেউ যেন না আসে।

বেত্র। ভাল, তবে চল্‌লেম।

[প্রস্থান।

কুসুম। এই শোন ভাই, একটী কথা তোমাকে বলি, ৫।৬ মাস হলো, এক দিন রাত্রে এখানে গাওনা বাজনা অনেক হলো, পরে আমার বড় ঘুম্ পেলে, এখানেই অমনি ঘুমুচ্চি, সখীরেও সকলে ঘুমুচ্চে, হঠাৎ কি হলো ভাই, বল্‌তে এখনো আমার শরীর লোমাঞ্চিত হয়, একটী নবীন যুবা পুরুষ—এমন রূপ কখন দেখি নাই, আমার দক্ষিণ পার্শ্বে দেখি শুয়ে নিদ্রা যাচ্চে।

কন্যা। (স্বগত) কি আশ্চর্য্য! আমার যা, এঁরও অবিকল তাই! (প্রকাশে) কি, স্বপ্নে দেখ্‌লে নাকি?

কুসুম। স্বপ্নই বটে, কিন্তু বোধ হয় আমি তখন জেগে ছিলেম।

কন্যা। যদি জেগে ছিলে, তবে এমন রত্ন পেয়ে কে ভাই পরিত্যাগ করে তা বল। (ঈষৎ হাস্য)

কুসুম। না ভাই তামাসা নয়, আমি ঐ রূপ দেখে অমনি শিউরে উঠ্‌লেম; বলি একি, ঘরের সকল দ্বার দেওয়া আছে, জবার আভা যেন ফটিকে প্রবেশ করে, তেমনি ইনি কোথা দে প্রবেশ কর্‌লেন? ইনি কে, দেবতা, কি গন্ধর্ব্ব, আমার ভাই লজ্জা ভয় বিস্ময় সকলগুলি এসে

উপস্থিত। অধিক কথা বল্‌ব কি, আমার শরীর যেন অস্পন্দ হয়ে উঠ্‌লো, সখীদের ডাক্‌বো, কি কিছু বল্‌বো, কিছুই পার্‌লেম না, আমার কণ্ঠ অবরোধ হলো, কিন্তু মনের তো অবরোধ নাই, নয়নেরও নিষেধ নাই, নয়ন সেই মনোনীত নবনীত-কোমল মধুর মূর্ত্তিতে নিমগ্ন হলো, মনও মনে মনে তাঁকেই দেহ মন প্রাণ জীবন যৌবন সকলি সমর্পণ করে বস্‌লো। কিন্তু ক্ষণকালের মধ্যে আবার এমনি ঘুমিয়ে পড়্‌লেম যে, চৈতন্য মাত্র নাই! নিদ্রাভঙ্গ হলে দেখি, আমি যেমন একা শুয়ে ছিলেম, তেমনি আছি, আর কেউ কোথা নাই, ভারি দুঃখ হলো; অনেক রোদন কর্‌লেম, কিন্তু কাকেও কিছু বল্‌লেম না, সেই অবধিই আমার এই দশা হয়েছে। অন্যে বলে পীড়া হয়েছে, তা আমার পীড়াও এই, সবই এই! এই সকলি তোমার সাক্ষাতে বল্‌লেম, কিন্তু আমার মাথা খাও, এ কথা যেন প্রকাশ না হয়।

কন্যা। (হাস্য বদনে) না না, দিব্য দিও না, প্রকাশ করবো কেন?

কুসুম। আমার অন্তঃকরণ সেই অবধি বড়ই ব্যাকুল হয়েছে, কোনরূপেই প্রবোধ মানে না। এত প্রবোধ দিচ্চি, বলি স্বপ্নের ধন কি কেউ কোথা পায়? মন কেন এমন চঞ্চল হলে? তা শোনে না, চতুর্দ্দিক যেন তন্ময় হয়েছে, যে দিকে

চাই, সেই দিকেরই যেন সেই মূর্ত্তি! কি করি, মনকে স্থির কর্‌বার্‌ জন্যে তাঁরি সেই ঘুমন্ত মূর্ত্তির ছবি এঁকেছি। যখন মন বড় ব্যাকুল হয়, তখন সেই ছবিখানি একা বসে দেখি আর রোদন করি।

কন্যা। সে ছবিখানি কৈ?

কুসুম। সে কথাও বলি শোন। যদি স্বপ্নই হতো, তবে এমন ঘটনা কেন হলো? একদিন আমার সহচরী লবঙ্গলতা—ত্রিলোকনাথ মহাদেব ঐ সাগরদীঘীর ঘাটে আছেন,—তাঁকে পূজা দিতে গিছিল, এসে আমার হাতে একখানি ছবি দিয়ে বল্‌লে, একটী ব্রহ্মচারীর কাছে এখানি পেয়েছি। আমি দেখি, আমারই প্রতিমূর্ত্তি, আমি যেমন সেই স্বপ্নধন পুরুষরত্নের ঘুমন্ত প্রতিমূর্ত্তি লিখিছি, সে-খানিও সেইরূপ আমার ঘুমন্ত প্রতিমূর্ত্তি। দেখে আমার আরো আশা বৃদ্ধি হলো, বলি তবে বুঝি ত্রিলোকনাথ আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লেন, তিনিও আমাকে স্বপ্নে দেখে আমার ছবি লিখেছেন,—আর আমাকে পারেন বলে এখানে এসেছেন। তবে আমি কি করি, আমার অভিপ্রায় তো দিতে হবে, কিন্তু কাকেও বলা হবে না, অনেক ভেবে চিন্তে আমার লেখা সেই ছবিখানি পরিবর্ত্ত করে পাঠিয়ে দিলেম, কিন্তু তার পর এত অনুসন্ধান কর্‌লেম, সে ব্রহ্মচারী

কোথায় গেলেন, আর দেখা দিলেন না। তাতে আরো ব্যাকুল হয়েছি। এই তো ভাই তোমার সাক্ষাতে সব খুলে বল্‌লেম।

কন্যা। রাজকন্যে! তুমি আমাকে যথার্থ ভাল বাসো, মনের সকল কথা আমাকে বল্‌লে, আমি ভারি তুষ্ট হলেম। তোমাকে কিছু পারিতোষিক দিব।

কুসুম। কি পারিতোষিক?

কন্যা। একটী রত্ন দিব।

কুসুম। কি রত্ন? আমার সেই স্বপ্নে পাওয়া যে রত্ন, তাই কি দিবে?

কন্যা। তাই দিব।

কুসুম। আর মিছে রঙ্গে কাজ নাই ভাই, সে সামগ্রী তুমি পেলে অমনি চাঁপাফুল করে মাথায় পোরে বস্‌বে।

কন্যা। কেন ভাই, পরের ধন নেবো কেন?

কুসুম। তা তুমি কি করে পাবে যে দেবে?

কন্যা। ঊষা অনিরুদ্ধকে স্বপ্নে দেখে ব্যাকুল হয়েছিলেন, তাঁর সহচরী চিত্রলেখা কি করে অনিরুদ্ধকে এনে দিয়েছিলেন?

কুসুম। সে যোগে।

কন্যা। আমিও বিস্তর যোগ শিখে এখানে এসেছি।

কুসুম। তবে কৈ দেও দেখি এনে।

কন্যা। যদি এনে দিতে পারি?

কুসুম। তোমার চরণে চিরদিন দাসী হয়ে থাকবো।

কন্যা। না ভাই, অতো বাড়াবাড়িতে কাজ নাই। আমার চরণে কেন, তাঁরি চরণে দাসী হয়ে থেকো।

কুসুম। তা তো হবোই।

কন্যা। আচ্ছা রাজকন্যে, প্রতিজ্ঞা করো দেখি, তিনি হঠাৎ এলে তুমি লজ্জা করবে না।

কুসুম। লজ্জা কি? যে আমার মন হরণ করেছে, যাঁকে মনে মনে সব সমর্পণ করিছি, তার কাছে আর লজ্জা? কুল শীল ভয় লজ্জা সব একেবারে বিসর্জ্জন দিব,—দিয়ে তাঁর চরণ সেবা করবো।

কন্যা। এই তো প্রতিজ্ঞা?

কুসুম। এই প্রতিজ্ঞা।

কন্যা। তবে আমি চল্‌লেম, এই আনি। (গাত্রোত্থান) আচ্ছা রাজকন্যে, তুমি কি পরিচ্ছদে তাঁকে স্বপ্নে দেখেছিলে?

কুসুম। বীর পরিচ্ছদে।

কন্যা। সেই পরিচ্ছদ একটী দিতে পারো?

কুসুম। পারি। আমি একটী সেইরূপ পোষাক

প্রস্তুত করিছি, আমার সহচরী হেমলতাকে মধ্যে মধ্যে সেই পোষাক পরিয়ে' দেখ্‌তেম, সেটী ঐ পাশের ঘরে আছে।

কন্যা। তবে আমি যাই, ঐ ঘরে থেকে সেই পোষাকটী পরিয়ে তাঁকে আনি গে, কিন্তু ভাই তুমি যেয়ো না, তা হলে যোগ খাট্‌বে না।

কুসুম। ভাল, আমি এখানে থাকুলেম, কৈ আনো গে দেখি।

কন্যা। আন্‌চি। (গৃহান্তরে গমন)

কুসুম। (স্বগত) এ ব্রাহ্মণের কন্যাটী কি পাগল? তাঁকে আন্‌তে চল্‌লো! খেপেছে নাকি? আবার আমিও এঁর সঙ্গে থেকে থেকে আধ্ খেপা আধ্ খেপা হয়ে উঠেছি, আমি আবার সেই অপেক্ষায় বসে আছি! হুঁ! কি দুরাশা! (তানপূরা লইয়া দুরাশা বিষয়ে সঙ্গীত) (গৃহান্তর হইতে) রাজকন্যে! ব্যাকুল হয়ো না, আমি এই যাচ্চি।

কুসুম। (চকিত ভাবে স্বগত) কে কথা কৈলে? এ সেই ব্রাহ্মণকন্যারই' স্বর বোধ হলো। (প্রকাশে) আর ভাই তোমার আন্‌তে হবে না, তুমি এখানে এসো।

(মতিমানের প্রবেশ)

মতি। এই যে রাজকন্যে, আঁমি এলেম।

কুসুম। (দেখিয়া শিহরিয়া) এ কে? (সভয়ে সলজ্জায় ও সবিস্ময়ে অধোবদন)

মতি। ও কি রাজকন্যে? তুমি প্রতিজ্ঞা করেছ, লজ্জা কর্‌বে না, এখন অধোবদন হলে কেন? ও কি রাজকন্যে? বলি একটা লোক নিকটে এলে তাকে অভ্যর্থনা কর্‌তে হয়, তাও যে কচ্চো না? এ কেমন ব্যবহার তোমার?

কুসুম। (অধোবদনে) সখীরে এখানে নাই, ব্রাহ্মণকন্যা কোথা গেলেন? অপরিচিত পুরুষের সঙ্গে আমি কি করে আলাপ কর্‌বো?

মতি। প্রিয়ে! আমি তোমার অপরিচিত নই। তথাপি পরিচয় দিই শোন, আমি বিদর্ভ দেশের রাজপুত্র, আমাকে তুমি স্বপ্নে দেখেছিলে, অনুরাগে আমারি প্রতিমূর্ত্তি লিখেছিলে, আমি মৃগয়াতে এসে বনমধ্যে বৃক্ষতলে শয়ন করে সেই দিন সেই ক্ষণে তোমাকে স্বপ্নে দেখেছিলাম, অনুসন্ধানে পরিচয় পেয়ে কি করে তোমাকে পাই, তাই ব্রাহ্মণকন্যার বেশ ধারণ করে তোমার নিকটে এসে রয়েছি, তবু কি আমি তোমার অপরিচিত?

কুসুম। আমার বিশ্বাস হচ্চে না।

মতি। বিশ্বাস হচ্চে না? এই দেখ। (চিত্রপট অর্পণ) মধ্যে ব্রহ্মচারী বেশে তোমার অনুসন্ধান নিতে এ দেশে এসেছিলেম, তুমি ছবি পরিবর্ত্ত করেছিলে, দেখ, এই তোমার লিখিত সেই ছবি।

কুসুম। দেখ্‌চি, তাও সত্য, কিন্তু কিছুতেই আমার বিশ্বাস হচ্চে না।

মতি। কেন? এত অবিশ্বাস কিসে?

কুসুম। আমার অদৃষ্টেতেই অবিশ্বাস। আমার কপালে কি এতদূর ঘট্‌বে? এটীও বোধ হয় আমার স্বপ্নান্তর। এখন বোধ হচ্চে আমি নিদ্রিত আছি, জাগ্‌লে আরো যাতনা বৃদ্ধি হবে।

মতি। না প্রিয়ে, আর যাতনা হবে না, আমি বহুরূপ ধারণ কর্‌তে পারি, এই দেখ ব্রাহ্মণকন্যার বেশ এনে দেখাই। (সেই বেশ আনয়ন)

কুসুম। (দেখিয়া অতীব আশ্চর্য্য ও আহ্লাদে), এ যে সত্যই দেখি! তবে কি বিধাতা আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর্‌লেন! যা হৌক নাথ, আমাকে পাবার নিমিত্ত তোমাকে এতদুর কর্‌তে হয়েছে? আমি ধন্য, আর অধিক কি বল্‌বো। আমার আজ্‌কি শুভ দিন উপস্থিত, আহ্লাদে

আমার মন এমন হয়ে উঠেছে যে, আমি কি বল্‌চি, কি বল্‌তে হয়, কি কর্‌লে তোমার মন তুষ্ট হবে, আমি কিছুই বুঝ্‌তে পাচ্চিনে; তবে এই এক কথা বলি, তোমাকে সামান্য ব্রাহ্মণকন্যা বোধ করিছি, সখী ভাবে তুমি কতো আমার পরিচর্য্যা করেছ, তাতে আমার বিস্তর অপরাধ হয়েছে, এক্ষণে কৃতাঞ্জলিপুটে প্রার্থনা করি, তুমি সে সকল দোষ ক্ষমা কর। (হস্ত ধারণ)

মতি। হাঁ, সে সব ক্ষমা কর্‌তে পারি, আমার যদি আশা পূর্ণ হয়।

কুসুম। তা তো হয়েইছে। (চতুর্দ্দিক নিরীক্ষণ করিয়া) উঃ! সখীরে যে কেউ এখানে নাই, থাক্‌লে কুসুমের মালা এনে দিত, আমি এখুনি তোমার গলায় দিয়ে বহুদিনের মনোরথ পূর্ণ কর্‌তেম।

মতি। কিসের মালা?

কুসুম। কুসুমের মালা।

মতি। প্রিয়ে, কুসুমের মালায় প্রয়োজন কি? কুসুমের বাহুলতা তো আছে, তাই আমার গলদেশে দেও।

কুসুম। (ঈষৎ হাস্য বদনে) তাতেই সন্তুষ্ট হবে? তবে এই দিলেম। (কণ্ঠে বাহুলতা প্রদান, নেপথ্যে শঙ্খ ধ্বনি)

মতি। শাঁক বাজালে কে?

কুসুম। ও ঠাকুরবাড়ীতে সন্ধ্যাকালে বেজে থাকে।

মতি। তা হলো ভালো, আমাদেরও মাঙ্গলিক কর্ম্মটা হয়ে গেল। সন্ধ্যা কি উপস্থিত হয়েছে নাকি?

কুসুম। হাঁ নাথ, আর এস্থানে থাকা উচিত নয়, চল আমরা মহলে যাই।

মতি। চলো।

কুসুম। কিন্তু ঐ বেশটী পরিত্যাগ করা হবে না। এ বিষয় সখীদের নিকটেও যেন প্রকাশ না হয়। তোমাকে ঐ ব্রাহ্মণকন্যার বেশ পরেই থাকৃতে হবে। আমার যখন ইচ্ছা হবে, বীরবেশ পরাবো।

মতি। আচ্ছা, তোমার যেমন অভিরুচি।

কুসুম। শ্রীমতীর মান ভঙ্গের নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণও তো মোহিনীমূর্ত্তি ধারণ করেছিলেন। তা নাথ, এতে কিছু মনে করো না।

মতি। না, তাতে আর মনে কি কর্‌বো? তুমি যা অনুমতি কর্‌বে, তাই কর্‌বো।

কুসুম। (হাস্য বদনে) পুরুষে না পারে এমন কর্ম্ম নাই! স্ত্রীলোকের নিমিত্তে স্ত্রীলোক সাজ্‌তে হয়েছে। ভাই, এতোও জানো তুমি!

মতি। না জান্‌লে কি তোমাকে পেতেম? (হাস্য) তবে কি বেশ পরিবর্ত্তন কর্‌বো?

কুসুম। ঐ ঘরে গিয়ে বেশ পরিবর্ত্তন করে ঐ পথ দিয়ে অমনি চলো যাই।

মতি। ক্ষতি কি, তাই চলো।

[বেশ ও চিত্রপট লইয়া
উভয়ের প্রস্থান।

ষষ্ঠ অঙ্ক।

প্রথম গর্ভাঙ্ক।

রাজবাটীর সান্নিধ্য সামান্য পথ।

(এক দিকে পুরোহিত অপর দিকে
ভোলার মার প্রবেশ)

পুরো। (দেখিয়া) কে গো ভোলার মা? আছ তো ভাল?

ভোলা। হাঁ বাবাঠাকুর, তোমার আশীর্ব্বাদে এক প্রকার আছি।

পুরো। কোথা গিছিলে ?

ভোলা। তোমার বাড়ীতে গিছিলেম, তুমি আজ্ এসেছ শুনে রাজমহিষী জলখাবার দিলেন, দুধ দিলেন, তাই গে দিয়ে এলেম। বাবাঠাকুর! এত দিন দেখিনি, আপনি কোথা গিছিলেন ?

পুরো। আমি একটু কর্ম্মান্তরে ১৫।১৬ দিন বাড়ী ছাড়া। হাঁ ভোলার মা, তোমাকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, এর মধ্যে রাজবাটীতে কি বিপদ নাকি হয়ে গেছে ? স্নান কর্‌তে গে শুন্‌ছিলেম।

ভোলা। হাঁ বাবাঠাকুর, ভারি বিপদ! এই আর শনিবার গো আর শনিবার! আমাদের আর রান্না খাওয়া হয় নাই।

পুরো। কেন ? কি, হয়েছিল কি ?

ভোলা। বাবাঠাকুর, তুমি দেখনি, সেই যে রাজকন্যার কাছে একটী বামুনের মেয়ে এসে ৩।৪ মাস ছিলেন, আহা! ঐ মেয়েটীকে তাঁর বাপ এখানে রেখে নাকি জামাই আন্‌তে গেছেন, আহা! রাজকন্যা সেইটীকে কেমন ভাল বাস্‌তেন, একত্রে খাওয়া, একত্রে শোঁয়া, কত হাসি, কত কথা, দুটীতে মাণিকজোড় গো মাণিক-জোড়।

পুরো। হাঁ হাঁ, রাজকন্যার ব্রতের দিন সেটীকে দেখেছিলেম বটে! বেশ মেয়েটী; তা তার কি হয়েছে?

ভোলা। আর কি হয়েছে বাবাঠাকুর, সেই মেয়েটী জলে ডুবে মারা গেছে!

পুরো। বলো কি? জলে ডুব্‌লো কি করে?

ভোলা। রাজকন্যার সঙ্গে সাগরদীঘীতে স্নান কর্‌তে গিছিলেন।

পুরো। সাগরদীঘীতে রাজকন্যা স্নান কর্‌তে গেলেন?

ভোলা। হাঁ, ইচ্ছে হলো, তাই মহারাজকে বল্‌লেন, অমনি চৌকী পাহারা বসে গেল, পুরুষ টুরুষ সব তফাত্‌ করে দেওয়া হলো, সখীরে সকলে গেল, আমরাও কাপোড় গাম্‌চা নিয়ে গিছিলেম।

পুরো। তা ডুবে গেলেন কেমন করে?

ভোলা। কিছুই আমরা বুঝ্‌তে পার্‌লেম না, রাজ-কন্যা সখীদের নিয়ে তাঁকে নিয়ে জলে সাঁতার দিচ্ছিলেন, আহা, বামুণের মেয়েটী কত রকম সাঁতার দিতে লাগ্‌লেন, সাঁতার দিতে দিতে অমনি তলিয়ে গেলেন!

পুরো। বলো কি! কেউ তুল্‌তে পার্‌লে না?

ভোলা। কৈ আর পার্‌লে! যারা যারা সাঁতার জানে, অমনি গে পড়্‌লো, কেউ তুল্‌তে পার্‌লে না।

পুরো। মৃত শরীরও পাওয়া যায় নাই ?

ভোলা। না। মহারাজকে পর্য্যন্ত সংবাদ দেওয়া গেল, কত লোক জন পাঠিয়ে দিলেন, কত জেলে মালা এলো, কিছুই হলো না। বোধ হয় কুমীরে টুমীরে খেয়ে ফেলে থাক্‌বে।

পুরো। সাগরদীঘী অতি ভয়ানক পুষ্করিণী, ওতে স্নান কর্‌তে কেন গেলেন ?

ভোলা। ওগো নিয়ত্‌ গো নিয়ত্‌! দিন যায় তো ক্ষণ যায় না! তা আর দাঁড়াব না, যাই, অনেক কর্ম্ম আছে।

পুরো। হাঁ বাছা, এসো গে, আমিও রাজবাটীতে যাই। এখনো রাজসভা ভঙ্গ হয় নাই বোধ হয়।

ভোলা। না, এখনো অনেক লোক জন রয়েছে দেখে এসেছি, আমি এই পথ দিয়ে যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক।

রাজসভা।

(অমাত্যগণ সহ রাজা উপবিষ্ট)

রাজা। মন্ত্রিবর! আজ আর কি কোন কর্ম্ম কাজ নাই?

মন্ত্রী। আজ্ঞে না।

রাজা। যতক্ষণ কোন কার্য্যে ব্যাপৃত থাকি, এক প্রকার অন্যমনস্ক থাকা হয়, নতুবা মন অত্যন্ত ব্যাকুল হয়ে উঠে। আহা! ব্রাহ্মণের কন্যাটী হঠাৎ মারা গেল, ভারি দুঃখের বিষয়! পীড়া হয়ে মারা পড়ে, সে এক স্বতন্ত্র কথা।

মন্ত্রী। আজ্ঞে, তা বটেই তো। তা হলে পাঁচ দিন দেখ্‌তে শুন্‌তেও পাওয়া যায়, চেষ্টাও করা যায়, এরূপ মৃত্যু ভারি মনস্তাপের কারণ।

রাজা। আরো বিশেষত ব্রাহ্মণের কন্যাটী অতি ভাল ছিল। আহা! লজ্জা, নম্রতা, সুশীলতা এসকল গুণগুলি এতদূর ছিল যে, এই দুই তিন মাস বৈ তো আসেন নাই, ঐ সকল গুণে রাজসংসারের সকলেই তাঁকে ভাল বাস্‌তো; বিশেষত আমার কুসুমলতা। কুসুমলতা ঐ মেয়েটীর দুর্ঘটনা

হওয়াতে এখন অত্যন্ত কাতর হয়েছেন, দিবা রাত্র একত্রে থাকায় সহোদর ভগিনীর ন্যায় স্নেহ হয়েছিল কি না।

মন্ত্রী। তা হতেই তো পারে।

রাজা। কুসুমলতা আমার এক প্রকার আরোগ্য হয়েছিলেন। মহিষীর কাছে শুনিছি, সেই মেয়েটীর জন্যে সর্ব্বদা রোদন করেন, সময়ে আহার করেন না, সময়ে নিদ্রা যান না, এই সকল অনিয়মে আবার সেই রোগের সঞ্চার হয়েছে।

মন্ত্রী। সেটা অন্যায় হচ্চে। এত করে সারাণ গেল।—তাঁর এত শোকই বা কি?

রাজা। না না, ছেলেমানুষ কি না, তত দূর কি বোধ আছে? তা সে যা হোক, ব্রাহ্মণ মেয়েটী আমার বাড়ীতে রেখে গিয়েছেন, এসে উপস্থিত হলে কি বল্‌বো তাঁকে? শুনে পাছে আমাকে ব্রহ্মশাপ দেন, তাই ভাব্‌ছি।

মন্ত্রী। কেন, মহারাজের দোষ কি? ও আকস্মিক ঘটনা, মহারাজ কি কর্‌বেন?

রাজা। না, কর্‌বো কি, তা নয়, তবে কি জানো, ব্রাহ্মণের আর নাই, এ বজ্রপাততুল্য সম্বাদ, এটী বড় সহজ নয়।

মন্ত্রী। হাঁ, সে কথা সত্য, ঐ কন্যামাত্রই নাকি তাঁর জীবন নিবন্ধন, শোকটা বড় লাগ্‌বে।

রাজা। কন্যাটী ভারি মায়াবী ছিল। দেখেছ তো, ব্রাহ্মণ যখন রেখে যান্‌, এমনি রোদন কর্‌তে লাগ্‌লো, একেবারে অস্থির।

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণও কি যেতে পারেন, আমি কত বল্‌তে কৈতে, না গেলে নয়, অমনি রোদন কর্‌তে কর্‌তে বেরু-লেন। তাই বল্‌চি, অত্যন্ত শোকটা লাগ্‌বে। শোকে প্রাণত্যাগই বা হয়।

রাজা। তা হলেই তো সর্ব্বনাশ! ব্রহ্মহত্যা আমারি ঘট্‌বে। (ক্ষণকাল স্তব্ধ প্রায় সকলের অবস্থান)

(দ্বারবানের প্রবেশ)

দ্বার। মহারাজের জয় হোক। দ্বারে দুইটী ব্রাহ্মণ দণ্ডায়মান।

রাজা। (স্বগত সাশঙ্ক) ব্রাহ্মণ? তিনি তো নন্‌?—আর হলেই বা কি কর্‌তে পারি? (প্রকাশে) ভাল, আস্‌তে বলো।

দ্বার। যে আজ্ঞা মহারাজ। [প্রস্থান।

রাজা। মন্ত্রিবর! যদি সে ব্রাহ্মণ হয়, তোমরা যা হয় বোলো, আমি বল্‌তে পার্‌বো না।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞে, যা হয়েছে, তা বল্‌বো, তার আটক কি।

(ব্রাহ্মণ-বেশী সদাগরের সহিত
মতিমানের প্রবেশ)

ব্রাহ্মণ। (হস্ত উত্তোলন করিয়া) মহারাজের জয় হোক। মহারাজ, আপনার কল্যাণে আমার মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। আপনি না আশ্রয় দিলে হতো না। আমি যদি না যেতেম, ওঁকে আনা দুষ্কর হোতো। এই দেখুন, ইনি আমার জামাতা, শাস্ত্রে বিলক্ষণ পারদর্শী হয়েছেন, সম্প্রতি কাশীতে এক দণ্ডীর নিকটে যোগশাস্ত্র পড়্‌ছিলেন।—যাও তো বাবা! অগ্রে গিয়া মহারাজকে আশার্ব্বাদ করো।

মতি। (অগ্রে গিয়া) রাজন্নভ্যুদয়োঽস্তু।

রাজা। (মৌনভাবে প্রণাম)

মতি। সমীহিত সিদ্ধিরস্তু।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ, অত্যন্ত পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছি, এখনো স্নানাদি কিছুই হয় নাই,—কন্যাটী আনিয়ে দিন, লয়ে যাই।

রাজা। (স্বগত) ভয়ানক বিপদ্ উপস্থিত! কি বলি এখন?

ব্রাহ্মণ। কন্যা এই পাত্রে গে সমর্পণ করি,—করে মহারাজ, যা নিবেদন করেছি, যা কিঁছু আমার আছে, এই রাজসংসারেই সমস্ত বিক্রয় করে আমি এই মাসেই কাশী যাত্রা কর্‌বো। তা আর বিলম্ব কর্‌বেন না, কাউকে অনুমতি করুন্। আজ উত্তম দিন আছে, এই নিকটে এক গৃহস্থের বাটীতে বাসা করা হয়েছে, আজি বিবাহ দিব।——কেন, মহারাজ কোন উত্তর কচ্চেন না কেন? মহারাজের শারীরিক কোন অসুখ তো হয় নাই?

রাজা। না, শারীরিক অসুখ নয়, মানসিক অসুখ হয়েছে।

ব্রাহ্মণ। তা আশীর্ব্বাদ কচ্চি, জগদীশ্বর মঙ্গল করুন। যিনি আশ্রয়দাতা, শরণাগত-প্রতিপালক, জগতের বিশ্বাসভাজন, তাঁর মানসিক পীড়া কখনই থাকবে না। মহারাজ, আর অধিক বিলম্ব কর্‌তে পারিনে, অনুমতি করুন।

মন্ত্রী। মহারাজ কাকে আন্‌তে অনুমতি কর্‌বেন?

ব্রাহ্মণ। কেন, দাসদাসীর অপ্রতুল কি? যাকে অনুমতি কর্‌বেন, সেই আন্‌বে।

মন্ত্রী। আমি তা বল্‌চিনে, আপনার কন্যা কি আছেন?

ব্রাহ্মণ। কেন, আপনি কি সে দিন এখানে ছিলেন না? আমি মহারাজের নিকটে রেখে গিছি।

মন্ত্রী। হাঁ, তা তো দেখিছি।

ব্রাহ্মণ। তবে অমন কথা বলেন যে?

মন্ত্রী। ব্রাহ্মণ ঠাকুর! কি বল্‌বো অদৃষ্টের কথা! তোমার সে কন্যাটীর লোকান্তর হয়েছে।

ব্রাহ্মণ। (সক্রোধে) তোমার সপরিবারের লোকান্তর হৌক!—তুমি কে হে!—আমার কন্যাকে গালি দেও?

মন্ত্রী। মহাশয়, আপনি রাগ করেন কি, আমি কি গালি দিচ্চি? আপনার কন্যার দেহাতিপাত হয়েছে যথার্থ।

ব্রাহ্মণ। মহারাজ! এ আবার কি কথা বল্‌তে লাগ্‌লো?

মন্ত্রী। আমি যা বল্‌চি, শুনুন না। রাজকন্যার সঙ্গে সে মেয়েটী পুষ্করিণীতে স্নান কর্‌তে গেছিলেন, জলে ডুবে মারা পড়েছেন।

ব্রাহ্মণ। সকলি অসম্ভব কথা! রাজকন্যার সঙ্গে পুষ্করিণীতে স্নানের সম্ভাবনা কি? তোমার এ বিষয়ে কথা কবার প্রয়োজন কি হ্যাঁ? আমি মহারাজের নিকটে

রেখে গিছি, মহারাজের নিকটে চাচ্চি, মহারাজ কিছু বল্‌চেন না, তুমি কে ?

রাজা। ও কথা মিথ্যা নয়, যথার্থই ঐ দুর্ঘটনা হয়েছে !

ব্রাহ্মণ। মহারাজ ! অমন কথা আপনি বল্‌বেন না ! ও কি কথা ? ওতে যে আপনার অপযশ হবে, ছি ছি ছি ! আপনি রাজা, ধন প্রাণ জাতি কুল সকলেরই রক্ষাকর্ত্তা, অমন কথা আপনি বলেন, ছিঃ !

রাজা। আমি কি মিথ্যা বল্‌চি ?

ব্রাহ্মণ। না না, মিথ্যা কথা বল্‌বেন কেন, ও রহস্য কচ্চেন, আমার কন্যার অমঙ্গল কখনই হয় নাই। (নেপথ্যে টিকটীকী) ঐ শুনুন্, আমার কন্যার অমঙ্গল কেন হবে ? আমি যে স্থানে রেখে গিছি, সে পরম সুখেই কালক্ষেপ কর্‌ছে। দিন্ মহারাজ, কন্যাটী এনে দিন্।

রাজা। কি বিপদ্ ! আপনি যে বিশ্বাস কচ্চেন না ; আমি কি রহস্য কচ্চি ?

ব্রাহ্মণ। রহস্য কচ্চেন না, তবে ভূয়োভূয় ও কি বল্‌চেন ! এই সভামধ্যে সহস্র লোকের সমক্ষে আমি কন্যা রেখে গিছি, আপনি যদি এখন অমন কথা বলেন, তবে তো আমি রেখে গে ভাল করি নি;—মহারাজ ! আমার কন্যা রূপবতী

যুবতী বটে, কিন্তু সে আপনার দাসীরও যোগ্য নয়, তার প্রতি আপনার মনোবৃত্তি! ছি ছি ছি! কি নীচ প্রবৃত্তি আপনার!

রাজা। (সক্রোধে) কি? অকারণে আমাকে যা ইচ্ছা তাই বল্‌চেন?

সভ্যগণ। তাই তো, তাইতো! তুমি বলো কি? তোমার কন্যা মরেছে, আমরা সকলে জানি।

ব্রাহ্মণ। আপনারা এই সভাশুদ্ধ সকলেই জানেন?

সভ্যগণ। হাঁ হাঁ, সকলেই জানে বৈ কি? এ কি মিথ্যা কথা?

ব্রাহ্মণ। (সবিষাদে) যথার্থই আমার কন্যা নাই!—আমার সর্ব্বনাশ হয়েছে! (ভূতলে পতন ও মূর্চ্ছা)

রাজা। (ত্রস্তভাবে) দেখ, দেখ, দেখ! ধরো ধরো, ও কি হলো! ও কি হলো!

মন্ত্রী। (সভয়ে) তাই তো, তাই তো! এ কি? এ কি হলো!—জল নিয়েসো, জল নিয়েসো! (সকলে শশব্যস্ত হইয়া ব্রাহ্মণের শুশ্রূষা করিতে লাগিল)

(পুরোহিতের প্রবেশ)

পুরো। এ কি! এ কি!

রাজা। আপনি শোনেন নাই কিছু কি?

পুরো। আজ্ঞে হাঁ, সব শোনা হয়েছে। এখন এ কি! এ যে সর্ব্বনাশ উপস্থিত! রাজসভাতে এ কি! কি সর্ব্বনাশ উপস্থিত!

মন্ত্রী। তাই তো, এখন কি করা যায়?

সভ্যগণ। বাতাস করো, বাতাস করো।

পুরো। বাতাস করো কি? আরে এ যে ব্রহ্মহত্যা হয়!

রাজা। কি কর্‌বো বলুন, আমাকে যা বল্‌বেন, আমি তাতেই প্রস্তুত আছি।

পুরো। এখন শুশ্রূষায় কিছু হবে না, ওঁকে সান্ত্বনা করুন্। দেখ্‌ছেন না, উনি নিশ্বাস অবরোধ করেছেন!

রাজা। সান্ত্বনা আমাদের সাধ্য নয়। (মতিমানের প্রতি) মহাশয়! আপনি অনুগ্রহ করে ব্রাহ্মণকে শান্ত করুন।

মতি। মহারাজ! আমি কি শান্ত কর্‌বো? উনি প্রাণ পরিত্যাগে উদ্যত হয়েছেন। এ ব্রহ্মহত্যা পাপ আপনার যেমন ঘট্‌বে, আমারও সেইরূপ। অতএব ব্রহ্মহত্যা স্পর্শ না হতে হতে আমি অগ্রে যোগে প্রাণত্যাগ করি। সেই ভাবে, আমি এই প্রায়োপবেশন কোল্লেম। (প্রায়োপবেশনারম্ভ প্রদর্শন)

পুরো। কি সর্ব্বনাশ! কি সর্ব্বনাশ! কি ঘট্‌লো এঁ!

রাজসভাতে দুটী ব্রহ্মহত্যা উপস্থিত! এ পাপে দেশ উৎসন্ন হবে, রাজ্য ছারখার হবে, কুল নির্ম্মূল হবে! মহারাজ উপায় করুন্।

রাজা। (ব্যাকুল ভাবে) আমি কি কর্‌বো বলুন্, আমাকে যা বল্‌বেন, তাতেই প্রস্তুত আছি। রাজ্য প্রদান কর্‌লে হয়, দেহ প্রদান কর্‌লে হয়, আমার কন্যা আছে, প্রদান করলে হয়, যাতে এ বিপদ হতে উত্তীর্ণ হতে পারি, তাই কর্‌বো; আজ্ঞা করুন্।

মতি। (স্বগত) আমারও সেই ইচ্ছা।

পুরো। (মতিমানের প্রতি) আপনি পণ্ডিত, আমরা আপনার শরণাগত, আপনি ক্ষমা করুন্।

মতি। আমাকে আপনারা ভূয়ো ভূয় অনুরোধ কচ্চেন, আমি কি করি? শরণাগত রক্ষা অতীব কর্ত্তব্য সত্য, কিন্তু আমি বল্‌লে কি উনি শুন্‌বেন? ভাল, এক বার বলে দেখি। (ব্রাহ্মণের প্রতি) মহাশয়! মহারাজের দোষ নাই, আপনার কন্যার যথার্থই অপমৃত্যু হয়েছে। "নিয়তি কেন বাধ্যতে" তার শোকে দেহ ত্যাগ কর্‌বেন না, কর্‌লে অমঙ্গল হয়।

ব্রাহ্মণ। বৎস! আমি শোকে প্রাণত্যাগ কচ্চিনে, তোমার সঙ্গে কন্যার বিবাহ দিব, কাশীতে স্বীকার করে

তোমাকে আশ্রমচ্যুত করিয়ে এনেছি, বিবাহ দিতে পাল্লেম না, সেই ক্ষোভেই আমি প্রাণত্যাগ করি।

রাজা। তা আজ্ঞা করুন্, উত্তম কন্যা আমি যেখানে পাই, এনে দিই।

ব্রাহ্মণ। তা আমি কি বল্‌বো, যদি তাতে উনি তুষ্ট হন, আমার আপত্তি নাই।

মতি। না মহারাজ, আমি অন্য কোন কন্যা বিবাহ কর্‌তে অভিলাষী নই।

রাজা। ভাল, আমার কন্যা আছে, আমি প্রদান কচ্চি।

(লজ্জায় মতিমানের অধোবদন ভাব)

ব্রাহ্মণ। কি বলো বাপু! তুমি যদি রাজকন্যাকে গ্রহণ করে সন্তুষ্ট হও, বলো।

মতি। (অধোমুখে) কি বলি, বিষম বিপদে পড়্‌লেম। ভাল, তাই করুন্ আর কি হবে।

ব্রাহ্মণ। কেমন মহারাজ, আপনার কন্যা দিবেন স্বীকার কর্‌লেন?

রাজা। এক্ষণে আমি সন্তোষপূর্ব্বক স্বীকার কচ্চি।

ব্রাহ্মণ। (গাত্রোত্থান করিয়া) তবে আমার আর শোক কি? মহারাজ দিন করুন্, আপনি কন্যা প্রদান কর্‌লেও আমার কন্যা প্রদান করা হলো।

রাজা। পুরোহিত মহাশয়! বিবাহের দিন কবে আছে?

পুরো। আজি দিন আছে। কালি বৃহস্পতি অতি-চারী হবেন। আগামী বৎসরে লুপ্ত সম্বৎসর।

রাজা। আজি দিন?

পুরো। আজ্ঞে, আজিই গোধূলীতে।

রাজা। (মন্ত্রীর প্রতি) তবে সত্বর তোমরা সকল অয়োজন করো। আমি অন্তঃপুরে চল্লেম।

মন্ত্রী। যে আজ্ঞা।

(গাত্রোত্থান ও সভাভঙ্গ)

[সকলের প্রস্থান।

সপ্তম অঙ্ক।

বাসরগৃহ সমীপে।

(মাধবী দণ্ডায়মানা সত্বর শাম্ভবীর প্রবেশ)

মাধবী। ও শাম্ভবি! দাঁড়া না ভাই, এত তাড়াতাড়ি কোথা যাচ্চিস্?

শান্তবী। দাঁড়াবো কি দিদি, রাজমহিষী বল্লেন, বরকন্যে বাসরে গেছেন, সখীদের শীঘ্র সেখানে পাঠিয়ে দিয়ে আসি।

মাধবী। আর ভাই তোর যেতে হবে না, আমি বলে এসেছি, তাঁরা এই আস্চেন।

শান্তবী। তুই গিছিলি?

মাধবী। হাঁ, সে সব হয়েছে।—তোকে একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, হাঁরে, জামাই রাজমহিষীর মনস্থ হয়েছে?

শান্তবী। মনস্থ হবে না এমনো কথা? বর রাজপুত্র নন বটে, কিন্তু ভাই যে রূপ, রাজপুত্র কোথা লাগে? মহারাজ আবার উত্তম পোশাক পরিচ্ছদ দেছেন; দেখে এলেম, বাসর আলো করে বসেছেন। আর কথাবার্ত্তাগুলি যে গো, আহা! এমন মিষ্টি, শুন্‌লে কাণ জুড়োয়।

মাধবী। তা সব দিকেই যদি ভাল, তবে রাজকন্যার মনে ধরে নাই কেন?

শান্তবী। সে কি? রাজকন্যার মনে ধরে নি তুই কি শুনেছিস্?

মাধবী। শুনেছি বৈ কি।

শান্তবী। কৈ, আমি তো দিদি কিছু শুনিনি। আমি তত্ত্ব নিয়ে গিছিলেম, এখানে ছিলেম না, এসে শুন্‌লেম,

এর মধ্যে বে থা সব চুকে বুকে গেছে। তা রাজকন্যা কি তুষ্ট হন নাই?

মাধবী। না দিদি, কার কেমন মন, কে বল্‌তে পারে? ওটী ভারি বিপদের কথা।—মহারাজ যখন অন্দরে এসে বিয়ের কথা বল্‌লেন, সেই অবধিই রাজকন্যার কান্না আরম্ভ হলো, কোন রূপেই বে কর্‌তে সম্মত নন, ধোরে ভদ্র ঘটানো হয়েছে। মহারাজ সভামধ্যে স্বীকার করে এসেছেন, অন্যথা কর্‌তে পারেন না, তাই কতো ভুলিয়ে ভালিয়ে ও কর্ম্ম হয়েছে। (দেখিয়া) ঐ যে সকল সখীরে এলেন। চল আমরা পানসেজে আনিগে।

শাম্ভবী। চল যাই।

[উভয়ের প্রস্থান।

বাসর গৃহ।

(পর্য্যঙ্কে মতিমান উপবিষ্ট, এক ধারে অধোবদনে কুসুমলতার অবস্থান সখীগণের প্রবেশ)

মতি। এস সখীগণ! তোমরা সকলে এস দেখি,—তোমাদের রাজকন্যার এ কিরূপ ব্যবহার? আমি এত আকিঞ্চন কর্চ্চি, কোনরূপেই তো আমার সঙ্গে কথা কচ্চেন না।

তরুলতা। আপনার যে দেখি গাছে না উঠ্‌তেই এক কাঁদি।

চূতলতা। তাই তো, ঐ যে লোকে বলে, বিয়ে কর্‌লে ঘর চলে না, জামাই বাবুর তাই যে দেখি, এর মধ্যে ওঁর সঙ্গে কথা কন্ নাই, কাছে এসেন নাই, এ তো রাজ-কন্যার ভারি অন্যায় হয়েছে!

মতি। বাঃ! ভাল লোককে মধ্যস্থ করেছি! ওঁরা সকলেই দেখ্‌চি রাজকন্যার দিকে।

বিনতা। তা ভাই, যার খাই, তারি গাই। রাজকন্যার দিকে টান্‌বো না, তবে কি তোমার দিকে টান্‌বো?

মতি। তা বটেই তো, আমি তোমাদের অপরিচিত, আমার পক্ষে হবে কেন? তা আমি বল্‌চিনে, বলি আমি কত অনুনয় বিনয় কর্‌লেম, পায় পর্য্যন্ত ধর্‌তে গেলেম, আমার কাছে এত লজ্জাই কি?

চূতলতা। আমরাও তো তাই বল্‌চি, বিয়ে হতে না হতে রাজকন্যা অমনি লজ্জা খেয়ে তোমার সঙ্গে কথা কবেন!

মতি। কবেন না কেন? যাকে দেহ মন প্রাণ জীবন যৌবন সব সমর্পণ হলো, তার কাছে আবার লজ্জা কি?

কুসুম। (স্বগত) দেহ মন প্রাণ জীবন যৌবন

যাঁকে দিবার তাঁকেই দিছি। আমি এখান হতে উঠে যাই, এ সকল কথা আমার কর্ণশূল, সহ্য কর্‌তে পারিনে।

বিশাখা। এর মধ্যে বুঝি না বুঝি ভাই, আমি একটী কথা বলি। রাজকন্যা কথা কন্ না কেন, এর মধ্যস্থ আমরা কি কর্‌বো? তোমার সামগ্রী ভাই, তোমার যদি গুণ থাকে, আপনিই কথা কবেন।

মতি। তা এই দেখ সখি! আমি তোমাদের সমক্ষেই হাতে ধচ্চি। (উঠিয়া কর ধারণে উদ্যোগ)

কুসুম। (বিরক্তভাবে স্বগত) এখনিই গে আমি প্রাণ পরিত্যাগ করি, আর কেন? (উঠিয়া বাসর হইতে বহির্গমন চেষ্টা।

সখীগণ। (শশব্যস্তভাবে ধরিয়া টানাটানি) ও কি ভাই! বাসর ঘর থেকে কি আজ যেতে আছে? এ যে রাজকন্যা তোমার ভারি অন্যায়।

মতি। আমি বুঝিছি, রাজকন্যা আমার প্রতি সন্তুষ্ট হন নাই।

সখীগণ। (শিহরিয়া) সে কি? সে কি?

মতি। সেই কথাই সত্য, তার কারণও আছে।

সখীগণ। কি কারণ?

মতি। আমি এই গৃহে প্রবিষ্ট হয়ে ঐ আলমারীতে

বৈয়ের ভিতর এই ছবিখানি ছিল, বাহির করলেম।— করে দেখি,—এই দেখনা তোমরা,—পুরুষের ছবি এখানি, সুতরাং বোধ হচ্চে, তোমাদের রাজকন্যা অন্য কোন পুরুষে আসক্তচিত্ত, তবে আর আমার প্রতি তুষ্ট হবেন কেন ?

সখীগণ। (দেখিয়া) না না, ও কিসের ছবি ? আপনি অমন কথা বল্‌বেন না।

মতি। আর বল্‌বো না ! হুঁঃ ! আমার বিবাহ করা অন্যায় হয়েছে। জান্‌লে কর্‌তেম না।

কুসুম। (সভয়ে স্বগত) কি সর্ব্বনাশ ! অদৃষ্টে কলঙ্কও ঘট্‌লো !—আমি যদি এখন কোথাও গিয়ে প্রাণত্যাগ করি, আমি অন্যে আসক্তচিত্ত, এ তো প্রকাশই হবে, কিন্তু যাঁকে দেহ সমর্পণ করিছি, তাঁকেই করেছি, প্রাণ সত্ত্বে অন্য পুরুষ গায় হাত দিবে, এ তো কখনো হবে না। তবে কি করি ? (ব্যাকুলভাবে অধোবদন)

মতি। (ঈষৎ হাস্য করিয়া) না, আর তোমাদের ক্লেশ দেওয়া উচিত নয়। একটা কথা বলি শোন। মহারাজ ব্রহ্মহত্যার ভয়ে আমাকে কন্যা প্রদান করেছেন, কোন রাজপুত্রে কন্যা প্রদত্ত হোলো না বলে তাঁর মনে সন্তোষ হয় নাই, রাজকন্যাও সন্তুষ্ট হন নাই দেখ্‌চি, এ ভাব দেখে তোমাদেরও তেমন আহ্লাদ হচ্চে না, তা

আমি একটী কথা বলি, তোমরা সকলে মনোযোগ করে শোনো। এই কথা তোমরা কেউ গিয়ে মহারাজকে বলো, সকলেই সন্তুষ্ট হবেন।

বিশাখা। সকলে সন্তুষ্ট হবেন, এমন কথা কি বল দেখি শুনি।

মতি। এই যে বল্‌চি। রাজকন্যে! এক বার কর্ণপাত করো। আমি বিদর্ভদেশের রাজপুত্র।

কুসুম। (চকিতভাবে) কি কথা বলেন ইনি!

তরুলতা। আমরা যে কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লেম না।

মতি। তোমাদের রাজকন্যা বুঝেছেন। রাজকন্যে! আমি তোমার স্বপ্নধন! আমাকেই তুমি স্বপ্নে দেখে অনুরক্ত হয়ে আমার প্রতিমূর্ত্তি লিখেছিলে, সেই প্রতিমূর্ত্তি ঐ। ও অপর পুরুষের ছবি নয়। আমিও মৃগয়াতে এসে বনমধ্যে তোমাকে স্বপ্নে দেখে তোমার প্রতিমূর্ত্তি লিখেছিলেম, পরে নানা অনুসন্ধানে ব্রহ্মচারীবেশে এই কেরল রাজ্যে এসে তোমারই সখীদ্বারা তোমার সেই প্রতিমূর্ত্তি পাঠিয়েছিলেম। তুমি, সখীরাও না জান্‌তে পারে, এই অভিপ্রায়ে প্রতিমূর্ত্তি পরিবর্ত্ত করে আমারই প্রতিমূর্ত্তি পাঠিয়েছিলে। কেমন রাজকন্যে! সত্য কি না?

তরুলতা। এর মধ্যে তোমাদের এতকাণ্ড হয়ে গেছে?

কুসুম। (চকিতভাবে) ইনি এ সকল কথা আবার কোথা পেলেন? ইনিই কি তিনি? তবে ব্রাহ্মণকন্যা কে?

মতি। তাতে আমি অন্য কোন উপায় না কর্‌তে পেরে ব্রাহ্মণকন্যার বেশে এখানে এসে ৩।৪ মাস ছিলেম। কেমন, চিন্তে পারো আমাকে? (অল্পে অল্পে কুসুমলতার কটাক্ষপাত)

সখী। (সকলেই ত্রস্তভাবে) সে কি! সে কি! তুমিই ব্রাহ্মণকন্যা হয়ে এসেছিলে? বলো কি? না, এমন হবে না! সে কি! সে কি!

মতি। স্থির হও, বল্‌চি। রাজকন্যে! সেই সময়ে এক বার পরিচয় দেওয়াতে সন্তুষ্টচিত্তে গান্ধর্ব্ববিবাহ করেছিলে, কিন্তু সখীরে তা কেহই জানে নাই। আমি ভাব্‌লেম, মহারাজের কন্যা, মহারাজ এ বিবাহে সম্মতি না দিলে পরদ্রব্য অপহরণ পাপে আমাকে পাপী হতে হয়, তাই সাগর দীঘীতে স্নান কর্‌তে যাওয়ার অনুরোধ করেছিলেম,—গিয়ে জলক্রীড়া কর্‌তে কর্‌তে অলক্ষিতরূপে পলায়ন করি। তোমরা মনে কর্‌লে, জলে ডুবে মরিছি। আমি মরি নাই, সেই আমিই আবার ব্রাহ্মণের জামাই হয়ে এসে তোমাকে প্রকাশ্যরূপে বিবাহ কর্‌লেম। অতএব রাজকন্যে! আমি অন্য পুরুষ নই, পাতিব্রত্য-

ভঙ্গের আশঙ্কা করো না, এখানে এস, তোমারই স্বপ্নের সামগ্রী আমি। এক বার ভাল করে চেয়ে দেখ, চিন্তে পারবে এখন।

কুসুম। (পরম সন্তোষে হাস্যবদনে কটাক্ষপাত করত) এতোও জানো তুমি! (নিকটে আসিয়া উপ-বেশন) বলি, পুরুষে এত দূর, না জানি মেয়ে হলে কতই কর্‌তে! সে যাই হোক নাথ! আমার আজ্ কি শুভ দিন! বিধাতা সকল মনোরথ পূর্ণ কল্লেন, আহ্লাদ শরীরে ধরে না! সখীরে, তোমরা সকলে আনন্দ মহোৎসব করো।—(সখীগণের আমোদ প্রমোদ নৃত্য গীত)

(সত্বর অন্য সখীর প্রবেশ)

অন্য সখী।—আমি গে মহারাজকে সকল সম্বাদ বল্‌লেম। মহারাজ শুনে আশ্চর্য্যান্বিত হয়েছেন। অত্যন্ত সন্তোষ প্রকাশ কর্‌লেন,——বল্‌লেন, আমার কুসুমলতা সৎপাত্রেই পতিত হয়েছে, যা আমার চিরদিনের মানস, বিদর্ভদেশাধিপতিপুত্রকেই কন্যা প্রদান করা হয়েছে। তা আমার এখন যৌতুক দেওয়া হয় নাই, আমার এই রাজ্যই তাঁহার যৌতুক। আমি কাল প্রত্যূষেই তাঁহাকে রাজ-সিংহাসন প্রদান কর্‌বো;—বলে কত সন্তোষ প্রকাশ কর্‌লেন।

মন্ত্রি। তবে আর কি, সৎপাত্রে কন্যা প্রদত্ত হয়েছে বলে মহারাজ সন্তুষ্ট হয়েছেন, স্বপ্নধন লাভ হয়েছে; সুতরাং রাজকন্যা সন্তুষ্ট হয়েছেন; সখীরে! তোমরাও সকলে সন্তুষ্ট হয়ে থাক্‌বে, এখন সভ্যগণ! এই স্বপ্নধন নাটক দর্শনে আপনারা যদি সন্তুষ্ট হয়ে থাকেন, গ্রন্থকর্ত্তার হাতাশ আর আমার অদৃষ্ট।

যবনিকা পতন।



Printed at the New Bengal Press, 148, Manicktolah Street, Calcutta.